উদীত উদয়ন

অগ্রযাত্রার ৪৫ বছর

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

45th YEAR
1979-2024

উদীত উদয়ন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা
পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা

উপদেষ্টা

মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল

সম্পাদনা পর্ষদ

মুন্নি আক্তার
মোঃ শাহরিয়ার হোসেন

প্রকাশক

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন

উদয়ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট

মুদ্রণ

রায়েদ প্রিন্টার্স
৩৪, আজিমপুর রোড, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

সম্পাদকীয়

"ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা" লক্ষ্যকে অবলম্বন করে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুখাতাইড় গ্রামে জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডলের নেতৃত্বে কয়েকজন তেজস্বী যুককের অংশগ্রহণে পথচলা শুরু করে উদয়ন সংঘ, যা সাম্প্রতিককালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নামে সবার কাছে পরিচিত। কুখাতাইড় গ্রামে যাত্রা শুরু করলেও সংগঠনটি বর্তমানে একই উপজেলার পুটিমারী গ্রাম থেকে তাদের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের পাশাপাশি সংগঠনটির কর্ম সাফল্যের গুঞ্জন শোনা যায় অত্র জেলার মানুষের মুখে মুখে এবং সুশীল সমাজের নাগরিকদের কাছে।

এ বছর উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ৪৫ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় এবং আনন্দমুখর করে তুলতে আয়োজন করা হয়েছে স্মৃতিচারণ, আলোচনা সভা, গুণীজনদের সম্মাননা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠান-প্রাঙ্গন হয়ে উঠবে সংস্থার নতুন-পুরাতন কর্মী, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, নারী নেত্রী, রাজনীতিবিদ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের নাগরিকদের মিলন মেলা। সংস্থার সদস্যবৃন্দ, নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ, অংশীজন ও শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতায় আয়োজিত হচ্ছে এসব অনুষ্ঠান।

সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে **উদীত উদয়ন** শীর্ষক স্মরণিকা। স্মরণিকায় গ্রন্থিত বিভিন্ন রচনায় উদয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সুধীজনদের আন্তরিক স্মৃতিচারণ ও সংস্থার আগামী যাত্রার জন্য শুভকামনা স্থান পেয়েছে যা উদয়নকে প্রস্ফুটিত করেছে তার নিজস্ব গতিতে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতে। এই স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদয়নকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনা পর্ষদ

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছরে পদার্পণ করায় উদয়ন পরিবারের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। সংস্থাটি ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৮১ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত হয়ে বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জীবন মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিষ্ঠার সহিত কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (১) গুণগত শিক্ষা, আইসিটি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন; (২) জীবন মান উন্নয়ন; (৩) নারী ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা; (৪) সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন; (৫) স্বাস্থ্য উন্নয়ন; এবং (৬) দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনাসহ আরো অনেক উন্নয়নমুলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে উদ্যোগের সাথে কাজ করে আসছে। আশা করি ভবিষ্যতেও সংস্থাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবন মান উন্নয়নের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ, নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল শ্রেণীর উপকারভোগীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

শুভ কামনায়

(ডা. দীপু মনি, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ থেকে ৪৫ বছর আগে অবহেলিত, অনুন্নত সাঘাটা উপজেলার প্রত্যন্ত পল্লীতে সমাজ উন্নয়নের শত প্রত্যাশার আলো নিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে জন্ম নিয়েছিল উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক ও অলাভজনক উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে এই সংস্থা উপজেলাবাসীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও গৌরাবান্বিত আস্থা অর্জন করেছে। জণগণের কল্যাণে অকৃপণ নানামুখী সহযোগিতা ও সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদয়ন আজ স্ব-মহিমায় ভাস্বর।

সংস্থাটি সুদীর্ঘ ৪৫ বছরে সময়ে সময়ে সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা, উন্নয়নমুখীতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক সুস্থ্যধারা একটি সম্মানজনক সামাজিক কার্যক্রম প্রবাহ অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। যে কারণে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার পরিবারকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সংস্থাটির ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশসহ বর্ণাঢ্য যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তার সার্বিক সফলতা কামনা করি। সবশেষে এই স্মরণিকাটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই অশেষ শুভেচ্ছা।

মাহমুদ হাসান রিপন, এমপি
সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
৩৩ গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি আসন)

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ক্রোড়পত্র প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সংস্থাটি দীর্ঘ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর ধরে দেশের অবহেলিত উত্তরাঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে ১৯৭৯ সালে ১৮ মে সংস্থাটি যাত্রা শুরু করে। স্থানীয় প্রায় ২৫,০০০ সদস্যের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করছে।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ১৯৯১ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। বিদেশি অনুদান, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ ও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে হতদরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রসার এবং নারী ক্ষমতায়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আশা করি, সংস্থাটি পূর্বের ন্যায় ভবিষ্যতেও তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে সেবা ও সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে এবং একই সাথে সারাদেশ ব্যপী তাদের কার্যক্রম বিস্তার করবে।

আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা'র পরিচালনা পর্ষদ এবং সংস্থার সকল কর্মী ও অংশীজনদের সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি। সেই সাথে সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বাষির্কীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় একটি প্রত্যন্ত গ্রামে ১৮ মে, ১৯৭৯ সালে সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়। শুরু থেকে সংগঠনটি ধূমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে বিভিন্ন সচেতনতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৯ সালে সংগঠনটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। আমরা সংগঠনটির সাথে যৌথভাবে অনেক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। আগামীতে সংগঠনটি গাইবান্ধা জেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার জন্য অতীতের মতই নিষ্ঠার সহিত কাজ করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ সকল স্তরের কর্মীগণ উন্নয়ন ধারায় নিজেদের আরও দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত করবেন, ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এটাই হোক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নতুন প্রত্যয়।

শুভ হোক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অগ্রযাত্রা, জয় হোক মানবতার।

শুভ কামনায়

(মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী)
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তি উৎসবের কথা জেনে আমি আনন্দিত। হতদরিদ্র, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে সংগঠনটি একটি অনন্য মডেল হিসেবে গণ্য হয়েছে। ১৯৭৯ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার দুঃস্থ ও গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে থেকে প্রতিবছর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে বিনা মূল্যে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সংগঠনটি এলাকার ডায়াবেটিক রোগীদের কথা চিন্তা করে নিজস্ব অর্থায়নে গড়ে তুলেছে সাঘাটা ডায়াবেটিক সমিতি। এ সমিতির মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে তাদেরকে সুস্থ্য করে তুলতে সহায়তা করছে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দুঃস্থ ও গরীব দুঃখী মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি এলাকায় উদয়ন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার পথ বিকশিত করেছে। এলাকার সুবিধা বঞ্চিত নারীরা আজ সেখানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে। আমি আশা করি সংস্থাটি এমনিভাবে তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখবে এবং জনকল্যাণকর ও উন্নত জাতি গঠনে ভবিষ্যতেও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে। আমি সংগঠনটির ৪৫ বছর পূর্তিতে উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ বদরুল আলম
যুগ্ম-পরিচালক কাম অধ্যাপক
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ও
প্রেসিডেন্ট
সোসাইটি অব নিউরোলজিস্টস অব বাংলাদেশ।

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর আয়োজক ও উদ্যোক্তাদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। সংগঠনটি সমন্বিত উন্নয়নে কাজ করে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দূর্যোগ প্রস্তুতি ও দূর্যোগ মোকাবেলা এবং পুনর্বাসনে তাদের অনেক অবদান। বিশেষ করে কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় আমাদের পরামর্শে চরের দুর্গম এলাকায় ক্লাস্টার ভিলেজ ও ফ্লাড সেন্টার তৈরীর মধ্য দিয়ে দূর্যোগের ক্ষতি অনেকটাই হ্রাস করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সকল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

সবশেষে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সকল প্রচেষ্টা সফল হোক। এ মহতী প্রচেষ্টার সাথে এর আয়োজক, উদ্যোক্তা এবং সংগঠকদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ ছাবিউল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
গাইবান্ধা

বাণী

উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার প্রত্যন্ত দারিদ্র্যভূমি পুটিমারী গ্রামে ১৯৭৯ সালে ১৮ মে যাত্রা শুরু করে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। সংগঠনটি প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনপদের সার্বিক কাঠামোর উনয়নক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নারী শিক্ষার ইতিবাচক ও জীবনমুখী স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশে গড়ে তুলেছে উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ। সংগঠনটি গুণগত শিক্ষা, প্রান্তিক জনপদের জীবনমান উন্নয়ন, অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের ক্ষমতায়িতকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় পর্যায়ে জনসংগঠন তৈরী, নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি গ্রামীণ-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচী আয়োজন করে থাকে। সংগঠনটির এ আন্তরিক কর্মযজ্ঞ সাঘাটা উপজেলার মঙ্গাপীড়িত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনস্বীকার্য অবদান রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে ৪৫ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে শুনে আমি আনন্দিত। তাদের এই অগ্রযাত্রায় সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশিপাশি সংস্কৃতি মনোভাব বিকাশে দৃঢ়তার সাথে কাজ করবে বলে আশা করি। ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে উদয়ন পরিবারের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

শুভ কামনায়

১৩।০৫।২০২৪
(মোঃ ইসাহাক আলী)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সাঘাটা, গাইবান্ধা

বাণী

আগামী ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ৪৫ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে শুনে আমি আনন্দিত। ১৯৭৯ সালে সংগঠনটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার প্রত্যন্ত পুটিমারী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকে সংগঠনটির গঠনমুলক ও দৃশ্যমান কার্যক্রমসমূহ সাধারণ মানুষের মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারী শিক্ষার প্রসারে প্রতিষ্ঠিত করেছে উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুল কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করে আসছে। এছাড়াও সংগঠনটি ১৯৭১ সালে ৪ ডিসেম্বরে শহীদ হওয়া সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৫ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধিস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিবছর ৪ ডিসেম্বর, ফুলছড়ি হানাদার মুক্ত দিবস উদযাপন করার জন্য স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। এ জন্য সকল মুক্তিযোদ্ধা উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আশা করি ভবিষ্যতেও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত হয়ে কাজ করে যাবে এবং ভিশন ২০৪১ এ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ। ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্খীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদক)
সাবেক ডেপুটি ইউনিট কমান্ডার
গাইবান্ধা জেলা ইউনিট কমান্ড
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম বর্ষ পূর্তিতে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সুবিধাবঞ্চিত ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মী বাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হচ্ছে বহুমুখী কার্যক্রম। শিক্ষা কর্মসূচী এর মধ্যে অন্যতম। উদয়ন শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উদয়ন খেলিপড়ি বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সাধন করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গণসাক্ষরতা অভিযান তাদের এই কর্মসূচীতে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত। এই উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখে সংগঠনটি আগামীতে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠিকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ সকল স্তরের কর্মীগণ উন্নয়ন ধারায় নিজেদের আরও দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত করবেন, ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই আমাদের প্রত্যাশা।

শুভ হোক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অগ্রযাত্রা, জয় হোক মানবতার।

রাশেদা কে. চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

ইউ এস টি
উন্নয়ন সহযোগী টীম

বাণী

"গ্রামীণ যুবশক্তি পলী সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে নেতৃত্ব দেয়" তার জীবন্ত উদাহরণ শাহাদত মন্ডলের নেতৃত্বে জন্ম নেওয়া এবং পরিচালিত হওয়া কুখাতাইরের "উদয়ন সংঘ"। সাঘাটা, ফুলছড়ি অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নত করার লক্ষে ইউএসটির সহযোগী সংস্থা হিসাবে "উদয়ন সংঘ" ১৯৮৬ সন থেকে কাজ করে নারী স্বাধিকার, শিক্ষা কার্যকম, বাল্য বিবাহ বন্ধ করা, তালাক, যৌতুক বন্ধ করা এবং পিছিয়ে পড়া দারিদ্র্য মানুষের 'স্বাবলম্বী' হওয়ার ক্ষেত্রে বিপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছে। "উদয়ন সংঘ" এখন "উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা"। তার ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে। শাহাদত মন্ডল এবং তার প্রিয় সহযোগীদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাদের পজন্ম যা দেখিয়ে গেছেন পরবর্তী প্রজন্ম সে পথ ধরে সমাজ পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখবে সেই আশা ও বিশ্বাস আমার রয়েছে।

"উদয়নের" ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ।

ড. হামিদুল হক
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান
উন্নয়ন সহযোগী টিম (ইউএসটি)

বাণী

আগামী ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে গাইবান্ধা তথা বৃহত্তর রংপুর জেলায় কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দরিদ্র ও তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের সচেতনতার পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে সংস্থাটি নিরলসভাবে অবদান রেখে চলছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম শুরু হয় মূলত: তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের সচেতন করার মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে যারা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পূর্ণগঠনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের পথ অনুস্মরণ করে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থাও বেসরকারী সংস্থা হিসাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুক্ত হয়। শুরুর দিকে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পয়:নিস্কাশন পরিবেশ রক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মহীন ও বেকার যুবক ও যুব নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে সংস্থাটি অসামান্য অবদান রেখেছে।

বেকার সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সংস্থাটির অবদান অনস্বীকার্য। বিপুল সংখ্যক কর্মহীন যুবক ও যুব নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও নিজেদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর পাশাপাশি অন্যদেরও কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে এই বিপুল সংখ্যক সক্ষম জনশক্তিকে অর্থনীতির মূল কর্মকান্ডের বাইরে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে রেখে কখনোই একটি দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলছে। এসব নারীরা তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় ও পরিবেশের বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরাজির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশিক উষ্ণতা থেকে এই ধরণীকে রক্ষা করতে বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে বৃক্ষ রোপনে আগ্রহী করে তুলে।

সুদীর্ঘ দিন ধরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নানাভাবে তাদের সীমিত সম্পদ ও সক্ষমতা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দরিদ্র মানুষের জন্য সংস্থাটির অবদান ছড়িয়ে পড়ুক সারাদেশব্যাপী। আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংস্থাটির সার্বিক সফলতা ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

(আব্দুল মতিন)
চেয়ারপার্সন
এডাব

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

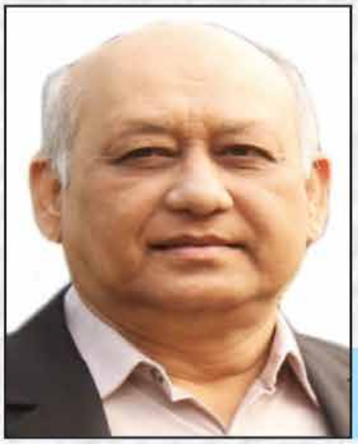

বাণী

গাইবান্ধা জেলার বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ১৮ মে, ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির টেকসই জীবনমান উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়ন; শিক্ষা ও তথ্য; স্বাস্থ্য প্রভৃতি ইস্যুতে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর গাইবান্ধা জেলা কমিটির সদস্য হয়ে সংস্থাটি নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বছর প্রতিষ্ঠার ৪৫ বছর পূর্ণ হবে সংস্থাটির। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।

ধন্যবাদসহ

মহসিন আলী
সাধারণ সম্পাদক, খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ ও
নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তিতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ক্রোড়পত্র বের হচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। ২০০৪ সাল থেকে দূর্যোগ মোকাবেলার পরবর্তীতে উপ-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সাথে সফলভাবে কাজ করতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা তার নিজস্ব উদ্যোগে খেলিপড়ি বিদ্যালয় থেকে উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উদয়ন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উদয়ন সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ এই উন্নয়ন ধারায় নিজেদের দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত রাখবেন, সংগঠনের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শুভ হোক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ভবিষ্যৎ যাত্রা।

হাবিবুর রহমান চৌধুরী
কান্ট্রি ডিরেক্টর
NETZ Bangladesh

বাণী

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত উত্তরাঞ্চলের গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় অবস্থিত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা'র ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মান উন্নয়নের পাশাপাশি ভূমি এবং কৃষিতে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়তার সহিত কাজ করে আসছে। সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার ভূমিহীন নারী এবং কৃষকদের অধিকার আদায়ের সাথে সাথে নারী নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের যোগাযোগ স্থাপনে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশেষ অবদান রাখছে। আশা করি, ভবিষ্যতেও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা তার প্রতিটি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠিদের অধিকার আদায়ের ঢাল হয়ে পাশে থাকবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার সংস্থা এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), ঢাকা, অত্র সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে বিশেষ গর্ভ অনুভব করি।

সংস্থার ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আমি সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ, সকল কর্মী ও উপকারভোগীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এবং একই সঙ্গে সংস্থার উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

শুভ কামনায়

(শামসুল হুদা)
নির্বাহী পরিচালক
এএলআরডি, ঢাকা

Message

Mennonite Central Committee Bangladesh congratulates our friend and partner 'Udayan Swabolombee Sangstha (USS)' on your 45th anniversary and appreciates your commitment to our shared work for strengthening food security and livelihoods for the vulnerable communities living along the banks of the Jamuna river and for working for peace in the face of climate change. Many blessings for the years to come.

Gregory Vanderbilt
Representative,
Mennonite Central Committee, Bangladesh.

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা আগামী ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে ৪৫ পূর্তি পেরিয়ে ৪৬ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও অধিকার বঞ্চিত নারীদের ক্ষমতায়ন করতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যে অবদান, তা অনস্বীকার্য। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম বাংলাদেশের এসব সুবিধাবঞ্চিত এবং অধিকার বঞ্চিত নারীদের সংগঠিত করে অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে গড়ে তুলতে কাজ করবো। আমার সেই স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রায় বাংলাদেশের এক নিকটতম আত্মীয়ের কাছ থেকে জানতে পারি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার কথা। তখনই রওনা দেই গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় অবস্থিত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা পরিদর্শন করতে। পরিদর্শন শেষে আমার স্বপ্ন যেন আশার আলো দেখতে পেল, ডেনমার্কে ফিরেই লেগে গেলাম প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীতে। অবশেষে ২০২১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ পেলাম। কাজ করতে গিয়ে জেনেছি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রমের কথা। সংগঠনটি এলাকায় নারী শিক্ষার প্রসারে এবং অধিকার বঞ্চিত নারীদের সংগঠিত করে তাদের ক্ষমতায়ন করণে যে বিপ্লব এনেছে তা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আমি গর্বিত যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার মত একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আশা করি আগামী দিনেও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে এবং সারাদেশ ব্যাপী সুবিধা বঞ্চিত ও অধিকার বঞ্চিত নারীদের সংগঠিত করণে নিরলসভাবে কাজ করবে।

৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার পরিচালক, কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল স্তরের উপকারভোগীদের বান্ধবের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

Afif Hossain

(আফিফ হোসেন)
চেয়ারপার্সন
বান্ধব
কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক

বাণী

'ন্যায় ও জ্ঞান-ভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ প্রতিষ্ঠা' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা। ২০১৩ সালে জননীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইআইডি'র সূচনাকাল থেকেই, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা আমাদের একান্ত সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমরা শিক্ষায় ন্যায্যতা, উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা, হ্যালো এমপি এবং পলিসি ডায়ালগের মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নে কাজ করছি।

প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা'র অবদান অনস্বীকার্য। এর পাশাপাশি নারী শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠা করেছে নারী শিক্ষায় অগ্রগামী কিছু প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও, নির্যাতিত ও নিপীড়িত নারীদের সহায়তায় তাদের গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, নারী কণ্ঠ ফেডারেশন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মতো উদ্যোগগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শুধু তাই নয়, প্রান্তিক এলাকায় সুশাসনে স্বচ্ছতা আনয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তারা।

আজ উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার গৌরবময় ৪৫ বছর পূর্তি! এই উপলক্ষ্যে সংস্থার পরিচালনা পরিষদ, কর্মীবৃন্দ এবং এলাকার সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি, মানব কল্যাণে আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে তাদের সেবার আলো ।

সাঈদ আহমেদ
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে (আইআইডি)

বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একটি ক্রোড়পত্র বের হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। Dnet (ডিনেট) এর সহযোগিতায় সংস্থাটি ২০০৪ সাল থেকে মোবাইল লেডি এবং ২০০৮ সাল থেকে তথ্য কল্যাণী (Info Lady)-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যে অবদান রেখেছে তা অবিস্মরণীয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার পল্লী তথ্য কেন্দ্র (Info Hub) ব্যবহার করে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার কৃষক, গৃহিণী, শিক্ষার্থী, তথ্যসেবা গ্রহণ করেছে এবং নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি-বেসরকারি পরিষেবা গ্রহণ, ও প্রবাসীদের সাথে তাদের পরিবারের মানুষজন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সের কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল উদয়ন তথ্য ও প্রযুক্তিচর্চার সহযোগিতায়।

সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার ঘরে ঘরে তথ্য সেবা পৌঁছে দিতে নিরলস ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার তথ্য কল্যাণীরা। যার সফলতায় তথ্যকল্যাণী মাহফুজা আকতার জার্মান থেকে "দ্যা ববস অ্যাওয়ার্ড" পেয়েছেন, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের অষ্টম শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির টেক্সট বইয়ে তথ্যকল্যাণী সাথী আকতারের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে এবং বিশ্বখ্যাত আল জাজিরার একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে তথ্যকল্যাণী লাবনী আকতারের কার্যক্রম বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রার বিকাশ ঘটেছে এবং তথ্যসেবা পৌঁছে গিয়েছে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি সংস্থাটি আগামীতে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আরো ভূমিকা রাখবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে কাজ করবে।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তাদের সফলতা ও উন্নতি কামনা করছি।

এম. শাহাদাৎ হোসেন
কো-ফাউন্ডার ও নির্বাহী পরিচালক
ডিনেট

আমাদের কথা

আমাদের লক্ষ্য অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে টেকসইভাবে স্বাবলম্বী করা এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষা, সচেতনতা, দক্ষতা ও মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অব্যাহত রাখা। প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদয়ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উদয়ন মহিলা কলেজ অত্র এলাকার সকলের জন্য বিশেষ করে অবহেলিত জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ অবদান রাখছে। পাশাপাশি পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা, সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা সকলের সহযোগিতায় উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় যুগোপযোগী এবং সময়ের সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করার প্রত্যয়ে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করছি।

আমাদের এই দীর্ঘ সময়ের পথচলায় যারা কারিগরি, বুদ্ধিবৃত্তিক, বস্তুগত, আর্থিক ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করছি। সকল অংশীজন, সহকর্মীবৃন্দ, নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, গণমাধ্যম, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মকর্তাদের, আমাদের উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ডে অকৃত্রিম সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাদের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করছি।

সকলের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতায় আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করছি এবং সকলকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছি।

এম. মনসুর রহমান
সভাপতি
উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

নির্বাহী পরিচালকের কিছু কথা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পুরো দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন বহাল দশা, ঠিক তখনই গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার প্রত্যন্ত কুখাতাইড় গ্রামের কতিপয় সাধারণ মানুষ মিথ্যা মামলায় পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হলে আমরা কয়েকজন যুবক মিলে সেই মিথ্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলি। অনেক ঝড় ঝাপটার পর আমাদের সহযোগিতায় সেই নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত ব্যক্তিগণ ন্যায় এবং সুবিচার পায়। আমরা তখনই উপলব্ধি করতে পারি সংগঠিত থাকার গুরুত্ব কতটা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে পড়ন্ত বিকালে একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে জন্ম নেয় উদয়ন সংঘ। কালের পরিক্রমায় যা আজ উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নামে সবার কাছে পরিচিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংস্থাটি প্রান্তিক ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠি বিশেষ করে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে সে জীবন জীবিকা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে-এই লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ১৯৮১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এবং ১৯৯১ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যসেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সুশাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার, প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু সহনশীল ও চরাঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদয়নের রয়েছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। উদয়নের কার্যক্রমকে প্রধানত তাৎক্ষনিক এবং নিয়মিত এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দূর্যোগ মোকাবেলায় উদয়ন যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোকে তাৎক্ষনিক ও ধারাবাহিক কর্মকান্ডগুলোকে নিয়মিত কার্যক্রম বলা হয়েছে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে যে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া খুবই জরুরী। ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের আয়বৃদ্ধি, সম্পদ সমূহে অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এটা শুধু নারীর জন্যই নয় গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের পিছিয়েপড়া মানুষেরই কল্যাণ বয়ে আনবে বলে অত্র সংস্থা বিশ্বাস করে। সুদীর্ঘ কর্ম অভিজ্ঞতায় উদয়ন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে সাময়িক ত্রাণ সরবরাহ কিংবা পুনর্বাসন জনগণের উন্নয়নে স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তাই তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় অতিদরিদ্রের জীবনমান স্থায়ীভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। গ্লোবাল ভিলেজের এই স্বরব সময়ে রাষ্ট্রের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিয়ে অত্র সংস্থা দারিদ্র্যমুক্ত ও সাম্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন লালন করে আসছে, যেখানে সবার জন্য ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং স্থায়ীত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সকল শিশুর জন্য গুণগত শিক্ষা, দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগণের জন্য স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর জনসক্ষমতা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি-পয়:নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধতা, সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ, গবেষণা এবং সৃজনশীলতা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

(মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল)
নির্বাহী পরিচালক
উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের শুভেচ্ছা বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একটি স্মরণিকা বের হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। উদয়ন একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে অত্র এলাকার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। উদয়নের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই কলেজে দুইটি টিনশেডের আধা-পাকা ভবন নির্মাণ ও মাঠে মাটি ভরাট করে দেওয়া হয়েছে। এই অবকাঠামোগত সুবিধার কারণে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। আমরা সংস্থার নিকট কৃতজ্ঞ। উদয়নের যে কোন কর্মসূচীতে বিশেষ করে শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীতে অত্র কলেজ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। উদয়ন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছে এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে। এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। আমরা উদয়নের এই প্রচেষ্টাগুলোকে সাধুবাদ জানাই। পরবর্তীতে এধরণের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি।

মোঃ সাইদুর রহমান, অধ্যক্ষ, সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শিক্ষাসেবা, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কার্যক্রম চালিয়ে অসংখ্য মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ। সাহিত্য সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আঁকড়ে ধরে নারী জাগরণের অবহেলিত জনপদে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ যা এক মাইলফলক বিপ্লবের স্বরুপ। প্রত্যন্ত একটি জেলে পাড়ার মধ্যে উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হবে, এ যেন আকাশ কুসুম চিন্তার সমান। কিন্তু সংগঠনটি সেই আকাশ কুসুম চিন্তা ভঙ্গ করে ১৯৯৬ সালে সাঘাটা উপজেলার পুটিমারী গ্রামের জেলেপাড়ার মধ্যে উদয়ন মহিলা কলেজ স্থাপন করতে সফল হয়। মনোরম পরিবেশে শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করেন। এ পর্যন্ত আড়াই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী অত্র কলেজ থেকে পড়ালেখা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী সফলতার সহিত কলেজ থেকে বের হয়েছেন যার সিংহভাগই প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের এবং জেলে পরিবারের শিক্ষার্থী। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার এই অকৃত্রিম অবদানের জন্য উদয়ন মহিলা কলেজের সকলেই তার প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও সংগঠনটি নারী শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে এই আশাই ব্যক্ত করি। শুভ হোক সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, শুভ হোক তাদের আগামী দিনের যাত্রা।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ, উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এই সংস্থা কর্তৃক কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় জুমারবাড়ী আদর্শ ডিগ্রী কলেজে দুইটি আধা-পাকা টিনশেড ভবন নির্মাণ করে শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নানামুখী উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আমি অত্র সংস্থার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংস্থার সার্বিক উন্নতি, সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

মোঃ শহীদুল্লাহ্, অধ্যক্ষ, জুমারবাড়ী আদর্শ ডিগ্রী কলেজ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা জন্মলগ্ন থেকেই অত্র এলাকায় শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে করে আসছে। ২০০১ সালে উদয়ন পরিবারের সাথে আমার সম্পৃক্ততা শুরু। ২০০২ সালে সাঘাটা টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ প্রতিষ্ঠার পর উদয়নের বাস্তবায়িত ফ্লাড প্রুফিং প্রজেক্টের আওতায় কলেজে মাটি ভরাট ও দুটি ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। যা শিক্ষার পরিবেশকে আরো উন্নত ও মনোরম করে তোলে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সাফল্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি। সেই সাথে অত্র এলাকায় যাতে করে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বেশি বেশি অবদান রাখতে পারে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। শুভ জন্মদিন।

মোঃ নওয়াব আলী প্রধান, অধ্যক্ষ, সাঘাটা টেকনিক্যাল এন্ড বি. এম. কলেজ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা তাদের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। সংস্থাটি দীর্ঘ দিন ধরে সাঘাটা-ফুলছড়ি উপজেলায় শিক্ষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সাঘাটা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টির শ্রেণীকক্ষ সংকটকালে সংস্থাটি ফ্লাড প্রুফিং প্রকল্পের সহযোগিতায় মাঠে মাটি ভরাট ও ২টি টিনশেড হাফ বিল্ডিং নির্মাণ করে দেয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও সংস্থাটি আমাদের বিদ্যালয়ের মাঠে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা মেলা আয়োজনের পাশাপাশি শিক্ষামুলক বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে সহঃশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। আমরা সংস্থাটির প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আশা করছি তাদের এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মোঃ জুলফিকার আলী মন্ডল, প্রধান শিক্ষক, সাঘাটা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র বের হচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। সাঘাটা উপজেলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যে অবদান তা অনস্বীকার্য। আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান নিশ্চিত করতে সংগঠনটি জাতীয় দিবসগুলিতে বিভিন্ন কর্মসুচী গ্রহণ করে যেমন; শিশু মেলা, বিজয় মেলা, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা। এছাড়াও আমাদের বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় উদয়নের উদ্যোগে ফ্লাড প্রুফিং প্রজেক্টের আর্থিক সহযোগিতায় স্কুল মাঠে মাটি ভরাট ও দুইটি টিনশেডের আধা-পাকা ভবন নির্মাণ করে দেয়। এজন্য আমরা উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নিকট কৃতজ্ঞ। উদয়নের ৪৫ বছর পূর্তি উদযাপন সফল হোক। শুভ কামনা উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার জন্য।

মোঃ নাসির উদ্দিন মাহমুদ, প্রধান শিক্ষক, কচুয়াহাট শহীদ এইচ. আর. এম. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ক্ষুধা-দারিদ্র্য,পারস্পরিক প্রতিহিংসা, সামাজিক অবক্ষয়, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, ভিক্ষাবৃত্তি, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, ধুলো-কাঁদামাখা এমনি এক বিরূপ গ্রাম্য সামাজিক পরিবেশবেষ্টিত গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুখাতাইড় গ্রামে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ১৯৭৯ সালের ১৮ই মে প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীতে পুটিমারী গ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে সেখান থেকেই অদ্যাবধি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংগঠনটি নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য হাজারো কটুক্তি, হুমকি উপেক্ষা করে এবং হাজারো বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে ১৯৯১ সালে অজপাড়াগাঁয়ে নির্মাণ করেছেন উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। মাত্র ৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে শিক্ষকদের সম্মানী প্রদান করা হতো। স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আমার সম্পৃক্ততা থাকায় আমি দেখতে পেরেছি অত্র এলাকার অবহেলিত এবং সুবিধা বঞ্চিত মেয়েদের পড়ালেখা নিশ্চিত করার জন্য সংস্থাটি কতটা ত্যাগ ও তিতীক্ষার সাথে কাজ করেছে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য এবং স্কুলগামী করে তোলার জন্য সংগঠনটি বিদ্যালয়ে নানামুখী কার্যক্রমের আয়োজন করতো। ধীরে ধীরে বিদ্যালয়টি সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অক্লান্ত অবদানে এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল অর্জন করে উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করে। এসবই সম্ভব হয়েছিল উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কারণে। যার অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, ত্যাগ, অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে উদয়নের সৃষ্টি, তাকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই, তিনি যেন দীর্ঘজীবী হন সেই কামনা করি। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে জানাই অভিনন্দন ও আগামী দিনের জন্য শুভকামনা।

মোঃ আনোয়ার হোসেন সাজু, প্রধান শিক্ষক, উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ক্ষুধা, দারিদ্র্যতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ও গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন নিবিড় পল্লীতে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে উদয়ন সংঘ। যা কালের পরিক্রমায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থায় পরিণত হয়। সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। তাইতো উদয়ন খেলিপড়ি বিদ্যালয় থেকে শুরু করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। আমি কিছু সময় উদয়নের উন্নয়ন সহযাত্রায় একজন কর্মী হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় গর্ববোধ করি। বর্তমানে আমি মুন্সিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত আছি। সেখানেও উদয়নের উন্নয়নের ছোঁয়া দৃশ্যমান। এখানে ফ্লাড সেন্টার কাম ক্লাসরুম হিসেবে নির্মিত ভবনটি তার সাক্ষী। আমি আশা করি উদয়ন তার স্বমহিমায় আগামী দিনগুলোতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে। ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, মুন্সিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠন। এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পরিচালনায় সংগঠনটির অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জোড়ালো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ঝাড়াবর্ষা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট ও ২টি আধা পাকা ভবন নির্মাণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার জন্য আমরা সংগঠনটির কাছে চিরকৃতজ্ঞ। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

কাজী রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, ঝাড়াবর্ষা উচ্চ বিদ্যালয়

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত চরাঞ্চল দীঘলকান্দি মৌজার স্থানীয় জনগণের উৎসাহে সংস্থার একটি ফ্লাড সেন্টারে উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পেত না বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা একেবারেই ঝড়ে পড়ত। বিদ্যালয়টি শুরুতেই ৬৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠদান কার্যক্রম শুরু করে তারপর প্রতি বছর একটি করে শ্রেণী বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ২২০ জন শিক্ষার্থী পাঠ্যকার্যক্রমে অব্যাহিত রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ৫ বছর যাবৎ সংস্থার পক্ষ থেকে বহন করা হতো। এছাড়া এমপি মহোদয়ের পক্ষ হতে প্রাপ্ত অর্থ অনুদান ও কমিউনিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়ে আসছে। উদয়নের উদ্যোগের ফলেই অত্র চরাঞ্চলের জনগণের সন্তানরা পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছে। আগামীতে বিদ্যালয়টি এমপিও ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার এরকম উদ্যোগ অব্যাহত থাকুক এই কামনায় সংগঠনটির ৪৫ বছর পূর্তিতে উত্তরোত্তর সাফল্য আশা করছি।

মোঃ ছানাউল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তি আনন্দের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচী আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত করা হচ্ছে জেনে আমরা খুবই উৎফুল্ল। আমাদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত সংস্থাটি ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদন প্রদানের জন্য উৎসাহমূলক বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার আয়োজন করে। এছাড়া শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ অভিভাবকদের সচেতনতায় সংগঠনটি বিভিন্ন সময়ে মিটিং, সেমিনারের আয়োজন করে। ফলে বিদ্যালয়টি এখন স্থানীয় অনেকের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। সংস্থাটির প্রতি আমরা সবসময় কৃতজ্ঞ থাকবো। উদয়নের ৪৫ বছর পূর্তিতে আমাদের পক্ষ থেকে রইলো নিরন্তর শুভকামনা।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার, প্রধান শিক্ষক, ভরতখালী অটিজম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়

কোনো ভাল কাজ হতে দেখলে সবাই তৃপ্তির হাসিটাই দেয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ই মে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার অন্যতম সৃষ্টিশীল কাণ্ডারী মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডলের সাথে ছিল কিছু সৃষ্টিশীল তরুণ- যুবক। যাদের অদম্য সাহাসিকতায় তিনি সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করেন বেশ কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। ধারাবাহিকভাবে সংগঠনটি খেলিপড়ি বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উদয়ন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে মহতী ভূমিকা রেখেছে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা নিজ গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করেন স্বল্পব্যয়ী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যার নামকরণ করা হয়েছিল কুখাতাইড় কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা খরচ করে বিদ্যালয়ের জন্য ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করে দেন এবং ৩৩ শতক জমি স্কুলের নামে নিবন্ধন করে দেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সরকারী ভাবে বিদ্যালয়ে ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ৩ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় কিন্তু সরকারি ভাবে শিক্ষকদের ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হতো তার সাথে সংগঠনটি ২০০৪ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ১০০০ টাকা করে শিক্ষকদের প্রদান করতেন। ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি সরকারী করা হয় এবং বিদ্যালয়ের নাম হয় কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার এই মহিয়সী ত্যাগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শুভ হোক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আগামী দিনের পথচলা।

মোছাঃ মেরিনা খাতুন, প্রধান শিক্ষক, কুখাতাইড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ১৯৮৭ সালে পুটিমারী গ্রামে জেলে পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলিপড়ি বিদ্যালয় নামে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় উদয়নের উদ্যোগে ১৯৯৪ সালে বিদ্যালয়টি খেলিপড়ি বিদ্যালয় থেকে পুটিমারী রেজিস্টার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধিভুক্ত হয়ে বর্তমানে পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের শুরু থেকেই সংগঠনটি খেলতে খেলতে শেখার মাধমে পড়ালেখার মানোন্নয়নে কাজ করছে এবং শিক্ষার্থীদের আনন্দময় পরিবেশে পড়ালেখার জন্য প্রতিবছর খেলাধুলার আয়োজন করে এবং পুরস্কার বিতরণ করে। সংগঠনটির উদ্যোগে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে জেলে পরিবার ও নাপিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে সাথে বিদ্যালয়ের আশপাশে বসবারত গরীব ও অবহেলিত পরিবারের সন্তানরাও পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার এই অবদানের জন্য উদয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে উদয়ন পরিবারের সবাইকে পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছ।

মোছাঃ আফরোজা বেগম, প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উদ্যোগে এবং আর্থিক সহযোগিতায় সাঘাটা উপজেলার উত্তর উল্যার নীলকুঠি গ্রামে ১৯৯৯ সালে একটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ফ্লাড প্রুফিং প্রজক্টের আওতায় মাটি ভরাট ও দুইটি টিনশেড ভবন নির্মাণ করা হয় এবং NETZ Bangladesh এর আর্থিক সহযোগিতায় শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যে অবদান আমরা তা আজীবন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবো। সংগঠনের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমরা আশা করি উদয়ন তার সৃষ্টিতে অনড় থেকে একইভাবে সেবা প্রদান করবে।

মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন, প্রধান শিক্ষক, নীলকুঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমরা আনন্দিত। সাঘাটা উপজেলা শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আলোকিত করে তুলেছে উদয়ন। আলাই নদীর তীরবর্তী মহিষনাটি গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা নিশ্চিত করার জন্য সংগঠনটি প্রথমে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে NETZ Bangladesh এর আর্থিক সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট ও মেঝে পাকা একটি টিনশেড ঘর নির্মাণ করে দেয় এবং বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে মহিষনাটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সংগঠনটি শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলার সামগ্রী এবং প্রতিবছর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। বর্তমানে বিদ্যালয়টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিদপ্তরের আওতায় অধিভুক্ত হয়ে মহিষনাঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠানের পেছনে উদয়নের যে অবদান তা আজও মহিষনাটি গ্রামের মানুষজন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। আমরা উদয়নের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। শুভ হোক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, শুভ হোক তার অগ্রযাত্রা।

মোঃ আবু সুফিয়ান, প্রধান শিক্ষক, মহিষনাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে'। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা এমনি এক প্রতিষ্ঠান যা গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার পিছিয়ে পড়া এবং শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের জন্য গড়ে তুলেছে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী কলেজ পর্যন্ত। সেই উদয়নের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ফুলছড়ি উপজেলার একটি প্রত্যন্ত চরাঞ্চল যেখানে নেই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফলে সেখানকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে সর্বদাই বঞ্চিত ছিল। সেসব ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে সংগঠনটি অত্র চর এলাকায় প্রথমে উদয়ন উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং পরবর্তীতে তা ফুলছড়ি পথের আলো শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। সংস্থা থেকে শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান সহ প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যা অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের স্কুলগামী করে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠানে মনোরম পরিবেশ তৈরীতে ভূমিকা রাখছে। উদয়নের এই সহযোগিতার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং এলাকাবাসী সকলেই কৃতজ্ঞ। ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সফল হোক এবং আগামী দিনেও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা মানব কল্যাণে কাজ করে যাক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ সবুজ মিয়া, প্রধান শিক্ষক, ফুলছড়ি পথের আলো শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়

পুরাতন কর্মীদের শুভেচ্ছা বাণী

২০০৫ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থায় ডিনেট এর সহযোগিতায় মোবাইল লেডি হিসেবে যোগদান করে সাইকেল চালিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মোবাইলের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি সেবা, কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা দিতাম। এরপর ২০০৮ সালে আমি আবার উদয়নে তথ্য কল্যাণী (Info Lady) হিসেবে যোগদান করি। আমি তখন ল্যাপটপের মাধ্যমে গৃহিণীদের প্রবাসী স্বামী-সন্তানদের সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে দিতাম, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও প্রদর্শণীর মাধ্যমে কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের নিয়মকানুন সম্পর্কে তথ্য দিতাম এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের সাথে কৃষকদের ভিডিও কনফারেঙ্গে কথা বলে দিতাম । আমার এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার সবার কাছে আমি তথ্যকল্যাণী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠি। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন তথ্য অধিকার আইন পাস করেন সেসময় উদ্বোধনী ব্যানারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবির পাশে একমাত্র তথ্য কল্যাণী হিসেবে আমার ছবি দেওয়া হয় যা আমার গর্বের কারণ। তখন পুরো বাংলাদেশের কাছে আমি তথ্য কল্যাণী হিসেবে নতুন করে পরিচিত হয়ে উঠি। বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যেমন; এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, বিটিভিসহ বিশ্বখ্যাত টিভি চ্যানেল আল জাজিরায় আমার কার্যক্রম বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হয়। আমার এই অর্জনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব উদয়নের। দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমার বিয়ে হয়। উদয়নের সহযোগিতায় আমি আবার স্কুলে ভর্তি হই এবং সফলতার সাথে এসএসসি পাশ করি। কর্মরত অবস্থায় সংস্থার সহযোগিতায় আমি বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল চালানো শিখি যা আমার চাকরী জীবনে অনেক সহায়ক হয়। বর্তমানে আমি একজন গৃহিণী হলেও আমার কর্মদক্ষতা ও সংস্থা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমার ২ ছেলেকে বড় করছি। আমার বড় ছেলে এবার এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫.০০ পেয়ে নটরডেম কলেজে ভর্তির জন্য কোচিং করছে। আমাদের জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে উদয়নের সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও নিরন্তর শুভকামনা।

লাবনী আকতার, সাবেক তথ্যকল্যাণী, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা।

আমার এই লেখা কোন গল্প বা প্রবন্ধ নয় বরং সরল স্বীকারোক্তি। আমার দক্ষতার অনেক বড় একটা অংশ জুড়ে কখনো উন্নয়ন বিষয়ক কোনো ধারণা ছিল না। আমি 'মেডিকেল প্রমোশন অফিসার' হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। ২০১০ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল ভাই এর হাত ধরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমার হাতেখড়ি। উদয়নে আমার প্রথম কাজটি ছিল একটি ইংরেজি প্রকল্প প্রস্তাবনার বঙ্গানুবাদ করা। ইতিমধ্যেই উদয়নে ডিনেট ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় 'প্রমোটিং ইনফোলেডি ফর বিল্ডিং ইনক্লুসিভ ইনফরমেশন এন্ড নলেজ সিস্টেম' নামে একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয় যেখানে টেকনিক্যাল অফিসার পদে আমাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে একই প্রকল্পে আমার পদোন্নতির মাধ্যমে প্রকল্প সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উদয়নের বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি ভারত থেকে "মন্থন" এওয়ার্ড, জার্মান থেকে 'ববস' এওয়ার্ড অর্জন করে। এছাড়া দেশ বিদেশে ব্যপক প্রচার পায়। দেশের বিটিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই সহ সবগুলো টিভি চ্যানেল থেকে শুরু করে বিদেশী চ্যানেল বিবিসি, আল-জাজিরা, জাপান ন্যাশনাল টেলিভিশন সকলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পবরর্তীতে উদয়নের বাস্তবায়িত এবং অক্সফাম নবিব এর সহযোগিতায় "ইম্বেডিং ফুড সিকিউরিটি থ্রো সাসটেইনেবল লাভলিহুড" প্রকল্পে 'প্রকল্প ব্যবস্থাপক' হিসেবে কাজ করার সুযোগ হয়। এসকল কাজের পাশাপাশি উদয়নের সহযোগিতায় প্রকল্প প্রস্তাবনা, কনসেপ্ট নোট তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্প ডিজাইনের জন্য কাজ করতে থাকি কখনো উদয়নের প্রধান কার্যালয়ে কখনো উদয়নের ঢাকা অফিসে। এই কাজের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমার কনসালটেন্সী কার্যক্রম শুরু করি এবং আমার কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিতে 'এসএস আইটি এন্ড কনসালটিং ফার্ম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি যার প্রথম অফিস শুরু করি উদয়নের একটি ঘরেই আর আমার সকল কাজে শাহাদত ভাইয়ের অকৃত্রিম সহায়তা পেয়েছি। সেজন্য আমি উদয়ন এবং শাহাদত ভাইয়ের প্রতি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। বর্তমানে আমি 'সিঁড়ি গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন' এ নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কাজ করছি যেখানে আমি উদয়ন থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমি বিশ্বাস করি আমার উন্নয়ন জীবনের অগ্রগতিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহায়তা অনস্বীকার্য। উদয়নের ৪৫ বছর পূর্তিতে অনেক অনেক শুভ কামনা ও নিরন্তর ভালোবাসা।

অমিত সিনহা মিতু, সাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

আমি জেনে আনন্দিত যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১০ সালে উদয়নে ডি.নেট এর সহযোগিতায় তথ্যকল্যানী (Info Lady) নামক একটি প্রজেক্ট শুরু হয়। সেই প্রকল্পে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তথ্যকল্যাণী হিসেবে সংস্থায় প্রথম কর্মজীবন শুরু করি। তারপর উদয়নের সহযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি আইন, কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি। এরপর সাইকেল চালিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষক, গৃহিণী, কিশোরী, শিশু সর্বোপরি সকল স্তরের জনগণকে তথ্য সেবা প্রদান করি। কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকাল বিষয়ে ল্যাপটপে ভিডিওর মাধ্যমে সচেতন করি, বয়স্ক নারী-পুরুষদের বয়স্ক ভাতা বিষয়ে তথ্য প্রদান করি এবং তাদের বয়স্ক ভাতা পেতে সহযোগিতা করি। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমার সাফল্য দেখে সরকারিভাবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পাঠ্যক্রমের অষ্টম শ্রেনীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ে আমার ছবি ছাপানো হয়। এটা আমার জন্য সত্যিকার অর্থে একটি গর্বের বিষয়। আমার সাফল্যের জন্য উদয়নের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। বর্তমানে আমি উদয়নে নারী ক্ষমতায়ন নামক একটি প্রকল্পে মাঠ কর্মী হিসেবে কর্মরত আছি। ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উদয়নের জন্য রইলো অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভকামনা।

মোছাঃ সাথী খাতুন, সাবেক তথ্যকল্যাণী, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

সাঘাটা উপজেলার পুটিমারী গ্রামে দুঃস্থ, গরীব ও ক্ষুধার্ত একটি জেলে পরিবারে জন্মগ্রহণ করা তিন মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে আমি ছিলাম দ্বিতীয়। লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখা আমার কাছে আমাবস্যার চাঁদের মতো ছিল। কিন্তু উদয়ন আমাকে সেই আমাবস্যার চাঁদ ধরার সুযোগ করে দিয়েছিল। উদয়নের অনন্য সৃষ্টি খেলিপড়ি স্কুলে আমাকে ভর্তি করে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে পাশ করার পর আমাকে উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন উদয়নের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল। লেখাপড়ার প্রতি আমার আগ্রহ দেখে উদয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি রুমে আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেয় এবং আমার ভরণপোষণেরও দায়িত্ব নিয়েছিল তিনি। অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি নিজে গাইড করে আমাকে সাইকেল চালানো শেখান কেননা আমার স্কুল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কি. মি. দূরে ছিল। মায়ের অভাব অনটনের পরিবারে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য আমার মন কাঁদতো। তাই পড়ালেখার পাশাপাশি আমি সকাল করে উদয়নে পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে কাজ করতাম বিনিময়ে সংস্থা মাস শেষে আমাকে ৩০০ টাকা করে বেতন দিত। তখনকার সময় ৩০০ টাকা বর্তমানে ৩০০০ টাকার সমান ছিল। আমি সেটা দিয়ে আমার পরিবারকে সাহায্য করতাম। এসএসসি পাশ করার পর আমাকে উদয়ন মহিলা কলেজে ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছিল এবং সেই সাথে আমাকে গ্রাম সহযোগী হিসেবে সংস্থায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল সেসময়ও শাহাদত ভাইয়ের উদ্যোগে আমি মোটরসাইকেল চালানো শিখি এবং গ্রামে গ্রামে মোটরসাইকেল চালিয়েই আমি কাজে যেতাম। আমি তখন মাস শেষে ১৫০০ টাকা বেতন পেয়েছিলাম। এইচএসসি পাশ করার পর উদয়নের সহযোগিতায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্যারামেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রেই আমি কয়েকবছর কাজ করি। পরবর্তীতে সেভ দ্য চিলড্রেন এর একটি প্রজেক্টে ৬০,০০০ টাকা বেতনে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যোগদান করি। উদয়ন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন আমি আমার পরিবার নিয়ে বেশ ভালোই আছি। আমার আজকের এই উন্নয়নের জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৫ বছর পূর্তিতে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

অনিতা রানী, সাবেক গ্রাম সহযোগী, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

আমি এইস.এস. সি. পাশ করার পর কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। একদিন আমার এক শিক্ষকের মাধ্যমে জানতে পারলাম উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার তথ্যকল্যাণী পদে কিছু সংখ্যক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। তার কথা শুনে আমি উদ্বুদ্ধ হই। সময়টা ছিল ২০১০ সাল। সে সময় আমি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উদয়নে তথ্যকল্যাণী হিসেবে যোগদান করি। তখন থেকেকেই আমার জীবনের নতুন দিগন্তের শুরু। সংস্থাটি নারীর স্বাধীকারে বিশ্বাসী, তাই নারীর আর্থ- সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। তেমনি একটি প্রকল্প তথ্যকল্যানী। তখন থেকেই আমি নারীর প্রতি আত্মবিশ্বাস অর্জন করি। এক টানা ৩ বছর "তথ্যকল্যানী" হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করি । তথ্যকল্যানীর স্বীকৃতি স্বরূপ ডয়চে ভেলে দ্যা ববস প্রতিযোগিতায় "গ্লোবাল মিডিয়া ফোরাম" বিভাগের পুরুস্কার জয়ের খবর শুনে আমি হতভম্ব হই। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে , জর্মান সফরে ডয়চে ভেলের মহাপরিচালক এরিক বেটার মানে'র সাক্ষাতের সুযোগ

পেয়েছি।আমার সংঙ্গে ছিলেন ইনফোলেডি গ্লোবালের পরিচালক মোশারফ হোসেন। বর্তমানেও আমি থেমে নেই। আমি ধন্যবাদ জানাই উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থাকে তার এই নারী বান্ধব কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য। ভবিষ্যতেও তাদের এই কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে, আমার মত আরো অনেক নারীর সফলতা অর্জন করতে পারবে বলে আমি আশাবাদী। উদয়নের ৪৫ বছর পূর্তিতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

মাহফুজা বেগম, সাবেক তথ্যকল্যাণী, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

আমি রেহেনা আক্তার। আমার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন এবং মা অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন। পাঁচ ভাই-বোনের ভরণপোষনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাবা-মা হিমশিম খাচ্ছিল। আমাদের একটি মাত্র ঘর সেটিও নদীভাঙ্গনের কবলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তারপর থেকে আমরা আমাদের নানার বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করি। অভাবের তাড়নায় আমাদের পড়ালেখা পর্যন্ত থেমে গিয়েছিল। এরই মধ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় উদয়ন উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পাই। ধারাবাহিকভাবে উদয়নের সকলের সহযোগিতায় আমি উদয়ন বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি এবং উদয়ন কলেজের বাণিজ্য বিভাগ থেকে কোনো রকম খরচ ছাড়াই ভালো ফলাফল নিয়ে এইসএসসি পাশ করি। কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় স্যার-ম্যাডামগণ আমাকে বই কিনে দেন, এবং কলেজের অধ্যক্ষ স্যার কলেজ ড্রেস তৈরীর ব্যবস্থা করে দেন। এইচএসসি পাশ করার পর উদয়নের নির্বাহী পরিচালক শাহাদত ভাই আমাকে একটি খেলিপড়ি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে পড়ানোর জন্য বলেন। আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাই কেননা আমার তখন চিন্তা ছিল নিজে আয় করে আমার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করবো। ২ বছর খেলিপড়ি স্কুলে পাঠদান করতে থাকি এবং আমার ডিগ্রীর জন্য পড়ালেখা করতে থাকি। উদয়ন থেকে আমি সেই সুযোগ পেয়েছিলাম কাজ করার পাশাপাশি পড়ালেখা চলমান রাখা। এরপর আমাকে উদয়নে হিসাব সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন প্রকল্পের হিসাব রক্ষক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয় আমার। উদয়নে কর্মরত অবস্থায় আমি ২০০৯ সালে বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ থেকে ডিগ্রী পাশ করি এবং ২০১১ সালে আজিজুল হক কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর পাশ করি। আমার কর্মদক্ষতা এবং শিক্ষাগত দক্ষতা উন্নয়নে উদয়নের অবদান ভোলার মত নয়। আমি উদয়নের কাছে কৃতজ্ঞ। বর্তমানে আমি এসকেএস ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি কর্মসূচীতে হিসাব রক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। উদয়ন থেকে প্রাপ্ত দক্ষতা এবং জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমি আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। উদয়নের সার্বিক সহযোগিতার জন্য সংস্থার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সফল হোক উদয়নের আগামী যাত্রা, শুভ হোক উদয়নের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

মোছাঃ রেহেনা আক্তার, সাবেক হিসাব সহযোগী, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

নারী নেত্রীদের শুভেচ্ছা বাণী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা আমাকে বুঝিয়েছে নারী শিক্ষা এবং নারী স্বাধিকারের গুরুত্ব। আমার নিজের স্বাক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাই সন্তানদেরও পড়ালেখা শেখানোর প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমে পড়ালেখা শিখে অনুধাবন করতে পেরেছি সন্তানদের পড়ালেখা না শিখিয়ে কি ভুল করেছি। তাই নাতি নাতনীদের পড়ালেখায় কোনো অনীহা করিনি। আমার দুই নাতনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স শেষ করেছে, এক নাতনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স করেছে, আর এক নাতী মেকানিক্যাল-এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার করেছে। আজ তারা নিজ নিজ জায়গা থেকে স্বাবলম্বী। অধিক লেখাপড়া না থাকলেও আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি শুধুমাত্র উদয়নের সদস্য হিসেবে। উদয়নের সহযোগিতায় আমি অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য নারী হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে জয়িতা পদক পাই এবং জেলা পর্যায়ে অপরাজিতা হিসেবেও পদক গ্রহণ করি। এছাড়াও মুক্তিনগর ইউনিয়নের গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের নির্বাচনে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে আমি তিনবার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হই। আমার আর্থ-সামাজিক এবং জীবনমানের আজ যে পরিবর্তন এসেছে তা উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার বদৌলতে। সেই উদয়ন এবছর ৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত করতে যাচ্ছে শুনে চোখে পানি এসে গেল। উদয়নের চড়াই উৎরাই এর সঙ্গী হয়ে থাকতে পেরে আমি সত্যি নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করি। সংগঠনটি আরো এগিয়ে যাক, যুগ যুগ ধরে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করুক এটাই আমার কামনা।

অমিছা বেওয়া, সাবেক সভাপতি, গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, মুক্তিনগর

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে। প্রতিটা গ্রামে গ্রামে পিছিয়ে পড়া ও অধিকার বঞ্চিত নারীদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে উদয়নের অবদানের তুলনা হয় না। আমিও সেই পিছিয়ে পড়া নারীদের মধ্যে একজন ছিলাম।। এখানে একটু বলে রাখি যে আমার থাকার জন্য তেমন কোনো ঘর ছিল না কিন্তু উদয়ন আমাকে একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছিল। উদয়নের এই উপকারের কথা আমি কখনোই ভুলবো না। উদয়নের সহযোগিতায় আমাদের গ্রামে একটি মহিলা সমিতি গঠন করা হয়েছিল, সেখানে আমরা প্রতি সপ্তাহে ২ টাকা করে সঞ্চয় দিতাম। সেই সঞ্চিত অর্থ যখন হাজার পেরিয়ে যেত তখন সেখান থেকে সদস্যদের মধ্যে লোন দিতাম, আর সদস্যরা সেই লোন দিয়ে তাদের সাংসারিক চাহিদা পূরণ করতো যেমন; কারো ল্যাট্রিন দরকার হলে সে ল্যাট্রিন কিনতো, শীতের সময় কারো কম্বলের প্রয়োজন হলে সে কম্বল কিনতো। এভাবেই আমরা আমাদের সাংসারিক উন্নতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতি করতে থাকি। আমাদের কার্যক্রমগুলো তখনকার সময়ে সারাদেশব্যাপী বেশ আলোড়ন তুলেছিল। এরপর ২০০৫ সালে উদয়নের সহযোগিতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একটি প্রকল্পের আওতায় আমাকে আমেরিকার একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেখানে আমি আমাদের সমিতির কার্যক্রমগুলো সবার সামনে উপস্থাপন করি। আমেরিকা সফর আমার কাছে এখনো স্বপ্নের মতো মনে হয়। যে আমি আগে মানুষের সামনে কথা বলতে পারতাম না, সেই আমি আমেরিকা গিয়ে অতগুলো বিদেশীর সামনে কথা বলেছি, এ-সবই সম্ভব হয়েছে উদয়নের অবদানে। গ্রাম উন্নয়ন পরিষদের নির্বাচনে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ভরতখালী ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে আমি নির্বাচিত হই। এরপর আমি ২০০৬ সালে রাজনীতিতে আমার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য ভরতখালী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর রহমতে আমি প্রথমবারেই বিনা খরচে সফলতার সাথে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। ২০১২ সালে আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমার সংসারে একটু পরিবর্তন আসে। কিন্তু উদয়নের সহযোগিতার হাত আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়নি কখনো। সব বিপদ কাটিয়ে আমি আবার ২০২২ সালে ভরতখালী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করি এবং আবারো বিপুল ভোটে ও বিনা খরচে আমি জয়ী হই। আমার প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও আস্থা, তা সবই সম্ভব হয়েছে উদয়নের জন্য। আমার এই পরিবর্তন এবং সফলতার সকল কৃতিত্ব উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার। উদয়নের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা।

মমেনা বেগম, সাবেক সভাপতি, গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, ভরতখালী

আমি মোছাঃ ময়না বেগম। আমি, ২০২১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় যমুনা মহিলা সমিতির একজন সদস্য হিসাবে যুক্ত হই। সমিতিতে বাকি সদস্যদের মত আমিও সঞ্চয় করি, উঠান বৈঠকগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। এছাড়াও উদয়নের সহযোগিতায় বিভিন্ন মিটিং, সেমিনার, জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি এবং অনেক কিছু শিখতে পারি। সমিতির সদস্য হওয়ার পূর্বে আমি সমাজে মানুষের সাথে বেশি কথা বলতে পারতাম না, কোথাও যেতাম না। কিন্তু উদয়নের সাথে যুক্ত হয়ে এখন আমি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে কথা বলতে পারি, মিশতে পারি। উদয়নের সহযোগিতায় উপজেলা মহিলা বিষয় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত নারী দিবস, কন্যা শিশু দিবস, রোকেয়া দিবস ইত্যাদি দিবসগুলোতে অংশগ্রহণ করি এবং বক্তব্য প্রদান করি। প্রকল্পের আওতায় মুক্তিনগর ইউনিয়নে বৃহৎ ইউনিয়ন ফেডারেশ গঠন করার জন্য ২০২৩ সালে ৩০ জানুয়ারী গণকেকেন্দ্রের সদস্যদের অংশগ্রহণে নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আমি সেই নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করি এবং সদস্যদের ভালোবাসায় ২৫০ ভোটের মধ্যে ১৫৫ ভোট পেয়ে মুক্তিনগর মহিলা গণকেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হই। বর্তমানে আমি মুক্তিনগর উচ্চ বিদ্যালয় ও পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য। আমি নিয়মিত আমার গণকেন্দ্রের ১০টি সমিতির ২৫০ জন সদস্য, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা সমাজসেবা অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের সাথে যোগাযোগ করি। আমার সফলতার পেছনে উদয়নের অবদান আমি কখনই ভুলবো না। শুভ হোক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আগামী দিনের যাত্রা। ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে উদয়নের জন্য রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

মোছাঃ ময়না বেগম, সভাপতি, মুক্তিনগর মহিলা গণকেন্দ্র

আমি নুরনাহার বেগম। ভরতখালী ইউনিয়নের ভাঙ্গামোড় গ্রামে স্বামী-সন্তান নিয়ে বসবাস করি। আমাদের এই গ্রামটি নদীর তীরবর্তী হওয়ায় সিংহভাগ মানুষই নিরক্ষর এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। যার ফলে তাদের মাঝে কোনো সচেতনতা নাই। বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের প্রবণতা আমাদের গ্রামে অনেক বেশি যদিও মহামারী কোভিড-১৯ এর সময় এর মাত্রা দ্বিগুণ ছিল। আমি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কাজ করতে চাইলেও আমার সমাজ আমাকে দমিয়ে রেখেছিল। অবশেষে ২০২১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের হাসনাহেনা মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে যুক্ত হই। সমিতিতে মাঠকর্মী আপা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুক নিরসন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। আমি তখন মাঠকর্মী আপাকে সবার বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতাম আর বলতাম বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তাদেরক বলতে। কিন্তু তবুও যেন কেউ শোনে না আমার কথা। ২০২৩ সালে ভরতখালী মহিলা গণকেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে আমি নির্বাচিত হই এবং সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণে অনেক বিষয়ে জানতে পারি, সেই সাথে জানতে পারি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে। নির্বাচনের পর আমার দল আরো মজবুত হলো এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমি আমার দলের সবাইকে সচেতন করতে শুরু করি। আমার দলের সকলের অংশগ্রহণে এবং উদয়নের সহযোগিতায় আমার গ্রামে ২টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও ২টি যৌতুক বিহীন বিয়ে আয়োজন করতে পারি। উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে আমার গণকেন্দ্রের ৪০ জন সদস্যকে মাত্র ৫% সুদে ১২০০০/= করে লোন নিয়ে দেই, এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণের সাথে যোগাযোগ করে ১২ জন সদস্যকে পারিবারিক পুষ্টি বাগান পাইয়ে দেই। এসময় উদয়ন আমার পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। এজন্য আমি সংগঠনটির কাছে কৃতজ্ঞ। আমার এমন মনোবল এবং সাহসিকতা দেখে উদয়নের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাকে একজন গুণী নারী নেত্রী হিসেবে সম্মানিত করেন। উদয়নের এই অবদান আমার সারাজীবন মনে থাকবে। ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থাকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

নুরনাহার বেগম, সভাপতি, ভরতখালী মহিলা গণকেন্দ্র

সাঘাটা উপজেলার প্রত্যন্ত একটি চর এলাকায় নদী ভাঙ্গনের কারণে বোনারপাড়া ইউনিয়নের হেলেঞ্চা গ্রামে এসে নতুন বাড়ি তৈরী করে পরিবারসহ বসবাস শুরু করি আমি। কিন্তু সমাজের মানুষজন আমাদের হেয় চোখে দেখতে শুরু করে কেননা আমরা নদীভাঙ্গা মানুষ। আবার সমাজে কোনো কাজ আসলে বা কোনো অনুদান আসলে আমাদের কেউ কখনো বলতো না। নতুন জায়গায় বসবাস করতে এসে আমি যেন বিপদের মুখে পড়ছিলাম। এরই মধ্যে ২০২১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় নারী ক্ষমতায়ন নামক একটি প্রকল্পের আওতায় আমি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। প্রতি সপ্তাহে উদয়নের একজন মাঠকর্মী আপা আমাদের গ্রামে আসতো এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর উঠান বৈঠক করতো। উঠান বৈঠকে সকল সদস্য উপস্থিত থাকতো বিধায় আমি সবার সাথে কথা বলার এবং পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই। আস্তে আস্তে আমি সবার সাথেই পরিচিত হই। আমাদের দলের সকল সদস্য মিলে প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় করি এবং উদয়নের সহযোগিতায় বোনারপাড়া অগ্রণী ব্যাংকে আমাদের দলের নামে একটি একাউন্ট খুলি, আর প্রতি সপ্তাহের সঞ্চিত অর্থ সেই একাউন্টে জমা করি। এরই মধ্যে একদিন মাঠকর্মী আপা বলেন বোনারপাড়া ইউনিয়নের সকল দলের অংশগ্রহণে একটি বৃহৎ ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের জন্য নির্বাচন করা হবে, আর নির্বাচনে সদস্যদের ভোটেই সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী, ক্যাশিয়ার এবং কার্যকরী সদস্য নিবাচিত করা হবে। আমাদের দলের সবার আগ্রহ এবং উৎসাহে আমি সভাপতি পদে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি এবং ২৫০ ভোটের মধ্যে আমি ১২৩ ভোট পেয়ে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হই। সেদিন আনন্দে আমার চোখে অশ্রু এসেছিল, কারণ যে গ্রামে আমাকে একসময় কেউ সহ্য করতে পারতো না আজ তাদের সহযোগিতাতেই আমি বোনারপাড়া মহিলা গণকেন্দ্রের একজন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হই। আমার এই সাফল্যের জন্য আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ। উদয়নের কারণেই আমি আজ সবার কাছে শিল্পী আপা হিসেবে পরিচিত। উদয়নের এই অবদান কোনোদিন ভুলার নয়। উদয়নের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা ও ভালোবাসা।

মোছাঃ শিল্পী বেগম, সভাপতি, বোনারপাড়া মহিলা গণকেন্দ্র

সদস্যদের শুভেচ্ছা বাণী

আমি অনিতা রানী বাশফোঁড়। আমার স্বামী রাজেশ বাশফোঁড়, একজন যুব সংগঠক। তিনি দলিত শ্রেণীর অধিকার আদায়ে কাজ করেন। বোনারপাড়া ইউনিয়নের শিমুলতাইড় গ্রামের মেথর (দলিত) পট্টিতে আমাদের বসবাস। মেথরদের কথা শুনলেই মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। আমাদের সাথে অন্য সমাজের লোকজন তো মেলামেশা করেই না, উল্টো আমরা যদি কোনো দোকানে বসে চা পান করি তাহলে সেই দোকানে মানুষ যায় না এজন্য কোনো দোকানদার আমাদের তাদের দোকানে ঢুকতেই দেয় না। বাংলাদেশের যত নিগৃহ এবং অবহেলিত জনপদ রয়েছে তার মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য। আমাদের বস্তিতে আজ পর্যন্ত সুশীল সমাজের কোনো ভদ্রলোককে যেতে দেখিনি। কিন্তু সকল অবজ্ঞা উপেক্ষা করে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা আমাদের সাথে কাজ করতে এসেছে। ২০২১ সালে নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় আমাদের বস্তিতে একটি দল গঠন করা হয়। সেখানে উদয়নের একজন মাঠকর্মী আপা প্রতি সপ্তাহে আমাদের বস্তিতে আসেন এবং জীবনমুখী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে উঠান বৈঠক করেন। সেই মাঠকর্মী আপার পরামর্শে আমরা প্রতি সপ্তাহে ৫ টাকা করে সঞ্চয় করি এবং সেই সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ জায়গায় জমানোর জন্য উদয়নের সহযোগিতায় বোনারপাড়া অগ্রণী ব্যাংকে আমরা একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলি। উদয়নের সহযোগিতায় আমরা হস্তশিল্প, সেলাই, দর্জি, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি আয়মুলক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আমি নিজেও এখন সেলাইয়ের কাজ করে মাসে ২০০০-৩০০০ টাকা আয় করি। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি এবং সভাপতির সাথে মঞ্চে বসার এবং বক্তব্য প্রদানের সুযোগ হয়েছিল আমার। উদয়নের জন্যই সম্ভব হয়েছিল আমার জীবনে এই সুযোগ আসা। আবার উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমার স্বামীকে যুব সংগঠক হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। আমাদের অধিকার আদায়ে এবং সচেতন করতে উদয়নের যে অবদান তা আমরা কখনই ভুলবো না। এজন্য আমরা পুরো দলিত সমাজ উদয়নের কাছে কৃতজ্ঞ। সংস্থার ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর জন্য শুভ কামনা ও অনেক আশীর্বাদ রইল।

অনিতা রানী বাশফোঁড়, সভাপতি, জাগো নারী মহিলা সমিতি, বোনারপাড়া

আমি শ্রীমতি সত্য রানী। স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে মুক্তিনগর ইউনিয়নের পুটিমারী গ্রামে বসবাস করি। আমার দুই ছেলেই শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং স্বামী দিনমজুর। বড় ছেলের জন্য বেশ কয়েকবার প্রতিবন্ধী কার্ড করে নেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু কিছু জটিলতার কারণে আমি কার্ড করতে পারিনি। ২০২১ সালে আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার একটি প্রকল্পের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই এবং সংস্থার মাঠকর্মী আপার কছে আমার সমস্যার কথা তুলে ধরি। মাঠকর্মী আপা উদয়নের শাহাদত ভাইয়ের সাথে কথা বলে আমার বড় ছেলের জন্য বিনা টাকায় প্রতিবন্ধী কার্ড করার ব্যবস্থা করে দেয়। প্রথমবার আমার ছেলে ৮০০০ (আট হাজার মাত্র) টাকা প্রতিবন্ধি ভাতা পায় এবং বর্তমানে প্রতিমাসে ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকা পায়। এই টাকা দিয়ে আমি আমার ছেলের চিকিৎসা করি এবং কিছু টাকা জমিয়ে একটি বাছুর কিনি। বাছুরটির এখন বাজার মুল্য প্রায় ৬০০০০ (ষাট হাজার মাত্র) টাকা। উদয়নের সহযোগিতায় আমার পরিবারের সদস্যরা এখন খুব ভালো আছে। আমার এই উপকারের জন্য উদয়নের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আমার মতো আরো অসহায় এবং দুঃস্থ পরিবারগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যুগ যুগ ধরে কাজ করে যাক এটাই আমার প্রার্থনা। উদয়নের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমার অনেক অনেক আর্শীবাদ রইলো।

শ্রীমতি সত্য রানী, সদস্য, উন্নয়ন মহিলা সমিতি, মুক্তিনগর

আমি সাধনা রানী, স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘুড়িদহ ইউনিয়নের যমুনা নদীর তীরবর্তী চিনিরপটল গ্রামে বাস করি। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে মোকাবেলা করতে করতে সংসারের অর্থনৈতিক সংকটের তাড়নায় জীবনটা অতীষ্ট হয়ে উঠছিল যেন। এরই মধ্যে মহামারী কোভিড-১৯ সংকটের প্রভাব কেটে উঠতেই উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় একটি প্রকল্পের আওতায় একটি ছাগল অনুদান পাই। সংস্থার পরিচালনায় বিভিন্ন বিষয়ের উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করতাম এবং সেই মোতাবেক কাজ করার চেষ্টা করতাম। মাচায় ছাগল পালন বিষয়ক উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করে জানতে পেরেছিলাম ছাগলের রোগ-ব্যাধি ও প্রতিষেধক সম্পর্কে। সংস্থা থেকে আবার ৩মাস পরপর গবাদি পশুপাখিদের জন্য ভ্যাক্সিন ক্যাম্প করা হয়, আমি নিয়মিত আমার ছাগলকে ভ্যাক্সিন দিতাম ফলে ছাগলের রোগ-ব্যাধি কম হতো। একটি ছাগল থেকে আমার ৯টি ছাগল হয়, তার মধ্যে ২ টি ছাগল ১৮০০০ (আঠার হাজার মাত্র) টাকায় বিক্রি করে আমার ভাঙ্গা ঘর মেরামত করি এবং ১টি ছাগল প্রকল্পের শর্তমতে দলের অন্য একজন সদস্যকে দিয়ে দেই। এখন আমার ৬টি ছাগল রয়েছে যার বর্তমান বাজার মুল্য প্রায় ৪২০০০ (বিয়াল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা। আমি স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে ছাগলের একটি বড় খামার দিবো। আমার আজকের এই সফলতার জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অবদান আমি কোনোদিন ভুলবো না। আমি এবং আমার পরিবার সবসময় সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সাধনা রানী, সদস্য, শিমুলফুল মহিলা সমিতি, ঘুড়িদহ

আমি আঞ্জু বেগম। স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘুড়িদহ ইউনিয়নের কাজীরপাড়া গ্রামে বসবাস করি। স্বামীর বয়স্কজনিত সমস্যা থাকার কারণে সংসারে আয় করার মতো কেউই ছিল না বিধায় আমাকে অন্যের বাড়িতে কাজ করে আমার সংসার চালাতে হতো। ছেলেরা বড় হয়ে কিছুদিন আয় করেই বিয়ে সাধি করে আলাদা হয়ে সংসার শুরু করলো। পুরো সংসারের দায়িত্ব নিয়ে আমি হিমিশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম। স্বামীর চিকিৎসা খরচ বহন করতেও আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেই সময় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দেবদূতের মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। উদয়নের সহযোগিতায় আমি দর্জি ও সেলাইয়ের উপর একমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং প্রশিক্ষণ শেষে সংস্থা থেকে একটি সেলাই মেশিন উপহার পাই। সেলাই মেশিন ব্যবহার করে আমি নিত্যনতুন ডিজাইনের পোশাক বানাতে শুরু করি। এলাকার সবাই আমার কাছে তাদের পোশাক সেলাই করতে নিয়ে আসে। পোশাক বানানোর পাশাপাশি আমি কাঁথাও সেলাই করি। একটি করে কাঁথা সেলাই করে ৫০০ টাকা করে মজুরি পাই। সেলাই মেশিন ব্যবহার করে আমি এখন মাসিক ৬০০০-৭০০০ টাকা আয় করি, যা দিয়ে আমার সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। আমার দুঃখের সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করার জন্য আমি উদয়নের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। এগিয়ে যাক উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা, মানবতার সেবায় নিয়োজিত থেকে আমার মতো দুঃখী ও অনাথের বিপদের সঙ্গী হয়ে সবার পাশে থাকুক, এটাই আমার দোয়া।

আঞ্জু বেগম, সদস্য, খেলাঘর মহিলা সমিতি, ঘুড়িদহ

আমি ২০২১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় ভরতখালী ইউনিয়ন থেকে একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। সদস্য হওয়ার পর থেকে উদয়ন কর্তৃক পরিচালিত উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি যেগুলো আমাদের সচেতনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় আমি পারিবারিক পুষ্টি বাগানের জন্য বিভিন্ন রকমের শাক-সজ্জীর বীজ, সার, বাগান ঘেরাও করার জন্য জাল, শাক-সজ্জীতে পানি দেওয়ার জন্য ঝাঝাড়িসহ বেশ কিছু ফলজ বৃক্ষ পাই। উদয়নের আয়োজনে বসতভিটায় সজী চাষ বিষয়ক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। সেই জ্ঞান থেকে এবং সংস্থার মাঠকর্মী আপার সহযোগিতায় পারিবারিক পুষ্টি বাগানের কাজ শুরু করি। উদয়নের মাঠকর্মী আপা প্রতিদিন এসে আমার বাগান দেখে যেত এবং কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ দিত। আস্তে আস্তে আমি আমার বাগানে অনেক জাতের শাক-সজ্জী উৎপাদন করতে থাকি। বর্তমানে আমি আমার পুষ্টি বাগানের সজ্জী বিক্রি করে প্রতিমাসে ২৫০০-৩০০০ টাকা আয় করি যা আমার পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সাহায্য করছে। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমার পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারছি। আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য। আমি উদয়নের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সুমি বেগম, সদস্য, বকুল মহিলা সমিতি, ভরতখালী

আমি ২০২১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় জৈব সার উৎপাদনের জন্য ২ কেজি পরিমাণ কেঁচো, ৪টি রিং, ২ টি ঢেউটিন, ২টি বাঁশ, পলিথিনসহ সকল ধরণের উপকরণ পাই। সেগুলো ব্যবহার করে কীভাবে জৈব সার উৎপাদন করা যায় সেগুলো আমি উদয়ন কর্তৃক পরিচালিত উঠান বৈঠকে জানতে পারি। উদয়নের মাঠকর্মী ভাইয়েরা এসে প্রতিদিন আমার কাজ দেখে যেত এবং পরামর্শ প্রদান করতো। প্রায় ৩ মাস পর আমি সেখান থেকে জৈব সার উৎপাদন করি এবং আমাদের ফসলি জমিতে সেগুলো ব্যবহার করে খুব ভালো ফসল পাই। উৎপাদিত জৈব সারের কিছু অংশ আমাদের ফসলি জমিতে ব্যবহার করে বাকিটা আমি ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে আয় করি। আমার এই সফলতার জন্য আমি উদয়নের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি স্বপ্ন দেখি বাণিজ্যিকভাবে আমার উৎপাদিত জৈব সার দেশ বিদেশের বাজরে বিক্রি করবো। আশা করি আমার এই স্বপ্ন পূরণের সারথী হিসেবে উদয়ন সংস্থা পাশে থাকবে। ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার জন্য অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা রইল।

মেনেকা বেগম, সদস্য, গোলাপ মহিলা সমিতি, ঘুড়িদহ

আমি শ্যামলী বেগম। স্বামী-সন্তান নিয়ে আমি সাঘাটা উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের কাজীপাড়া গ্রামে বসবাস করি। ২০২২ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় হাঁস পালন বিষয়ক ১দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং প্রশিক্ষণ শেষে খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় সংস্থা থেকে আমাকে ১০টি হাঁস অনুদান দেয়।। আমি প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে হাঁস পালন করতে থাকি এবং নিয়মিত ভ্যাক্সিন প্রদান করি। প্রায় ২ মাস পর ১০ টি হাঁসের মধ্যে ৭টি হাঁসই ডিম দেওয়া শুরু করে। ডিম বিক্রি করে প্রথমে আমি ১৫০০ টাকা জমিয়ে ৬টি মুরগী ক্রয় করি। পরবর্তীতে হাঁস থেকে যেসব ডিম পেতাম সেগুলো বিক্রি করে আমার ছেলে মেয়ের পড়ালেখার কাজে খরচ করি। এখন আমার বাড়িতে প্রায় ২০ টি হাঁস ও ১৫টি মুরগি রয়েছে। আগামীতে আমি আমার বাড়িতে হাঁস মুরগির একটি খামার দিতে চাই। আমার এই সফলতা উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অবদান। আশা করি আমার মত সকল অসহায় নারীদের পাশে থেকে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সংস্থাটি আগামীতে আরো অনেক কাজ করবে। ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে উদয়নের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

শ্যামলী বেগম, সদস্য, গোলাপ মহিলা সমিতি, ঘুড়িদহ

আমি স্বপ্না বেগম । বোনারপাড়া ইউনিয়নের রাঘবপুর গ্রামে দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে আমার বসবাস। স্বামী মৃত্যুর পর যখন অসহায় জীবন যাপন করছিলাম ঠিক তখনই উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ছায়াতলে নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় সেবা মহিলা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। উদয়নের সহযোগিতায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে মাত্র ৫% সুদে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার মাত্র) টাকা লোন পাই। এই টাকার সাথে আমার কিছু জমানো টাকা দিয়ে একটি গরু কিনি এবং লালন পালন করি। সেই গরু থেকে একটি বাছুর হয় এবং দৈনিক ২-৩ কেজি দুধ দেয়। সেই দুধ বিক্রি করে এখন আমি আমার সংসার চালাই। আগের থেকে সংসারে অনেক অভাব কমে গেছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে এখন আমি ভালোই আছি। আমি চাই আমার মত আরো অনেক অসহায় পরিবারের পাশে উদয়ন দাঁড়িয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই সাথে ৪৫ বছর পূর্তিতে সংগঠনের মঙ্গল কামনা করছি।

স্বপ্না বেগম, সদস্য, সেবা মহিলা সমিতি, বোনারপাড়া

আমি মোছাঃ সাথী বেগম। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার সহযোগিতায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় আমি ৬দিন ব্যাপী হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এরপর আমি নিজ উদ্যোগে বাড়িতে কাপড় কিনে হস্ত শিল্পের কাজ শুরু করি। প্রথমে নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য কাপড় তৈরী করতাম। প্রতিবেশীরা সেগুলো দেখে পছন্দ করে এবং অনুরুপ কিছু পোশাকের জন্য তারা আমার কাছে অর্ডার দেয়। দিন দিন অনেক অর্ডার আসতে লাগলো আমি তখন বাণিজ্যিকভাবে আমার হস্তশিল্পের ব্যবসা শুরু করি। এরপর আমি সরাসরি বিক্রি করার পাশাপাশি উদয়নের মাঠকর্মী আপার সাহায্যে অনলাইনে একটি বিজনেস পেজ খুলে আমার তৈরীকৃত পণ্যের ছবি প্রচার করি এবং কাস্টমাররা আমার তৈরীকৃত পোশাক খুব পছন্দ করে। এখন আমি প্রতিমাসে প্রায় ৭০০০ (সাত হাজার মাত্র) টাকা আয় করি। আমার এই সাফল্য দেখে উদয়ন আমার জীবনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে জমা দেয় এবং সেখান থেকে আমি অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী হিসাবে জয়িতা পুরস্কার পাই। আমার এই সফলতার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার, আমি সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞ। উদয়নের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

সাথী বেগম, সদস্য, ময়নামতি মহিলা সমিতি, মুক্তিনগর

আমি মোছাঃ সাজেদা বেগম। আমার পরিবারে ২ সন্তান, আমি এবং আমার স্বামী সবাই প্রতিবন্ধী। স্বামীর দিনমজুরী দিয়ে অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে কোনোরকমভাবে আমার সংসার চলে। ২০২১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। মাঠকর্মী আপার কাছ থেকে হাঁস পালন, মুরগি পালন, বসতভিটায় সব্জী চাষ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে ও শিখতে পারি। উদয়নের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিনা টাকায় মাতৃকালীন ভাতার জন্য কার্ড করি এবং প্রতিমাসে ৩০০০ (তিন হাজার মাত্র) টাকা পাই যা দিয়ে আমি আমার গর্ভকালীন পুষ্টি চাহিদা পূরণে সক্ষম হই। অবশেষে আমি একজন সুস্থ সবল নবজাতক জন্ম দেই। মাতৃকালীন ভাতা থেকে কিছু টাকা জমিয়ে আমি আমার ভাঙ্গা ঘর মেরামত করি আর একটি ছাগল কিনি। এখন আমি আমার পরিবার নিয়ে মোটামুটি ভালোই আছি। আমি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো জীবনমুখী কিছু প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য। উদয়নের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর জন্য শুভ কামনা রইল।

মোছাঃ সাজেদা বেগম, সদস্য, সেবা মহিলা সমিতি, বোনারপাড়া

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার শুভাকাঙ্ক্ষীদের তালিকায় যাদের নাম চিরস্মরনীয়

নামঃ মরহুম মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া

একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি একাধারে ৭ বার সংসদ সদস্য এবং ২ বার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। তিনি ২৩ জুলাই, ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

নামঃ মরহুম আরমান আলী মন্ডল

তিনি ২০ বছর মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং একজন সমাজ সেবক ছিলেন। তিনি ৩০ জুলাই, ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

নামঃ মরহুম শাহ্ আলী সরদার

তিনি প্রবীণ রাজনীতিবিদ, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

নামঃ মরহুম মিজানুর রহমান (চুন্নু)

কচুয়াহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং একজন ভালো সংগঠক ছিলেন। তিনি ০৩ মার্চ, ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

নামঃ মরহুম এ এম সোলেমান

তিনি ধারাবাহিকভাবে ২২ বছর সাঘাটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পাশাপাশি একজন ভালো সমাজ সেবক ছিলেন। তিনি ১০ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

নামঃ মরহুম আনোয়ারুল ইসলাম সরকার

তিনি চাকরী জীবনের প্রথমে বিআরডিতে ছিলেন, পরবর্তীতে উদয়ন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তিনি ১৬ মে, ২০১০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ভিত্তি পরিক্রমা

ভিশন (Vision)

ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা

মিশন (Mission)

জ্ঞানের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, টেকসই জনসংগঠন তৈরী, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আদর্শ (Norm)

সাহায্য নয় সহযোগিতা

নীতিমালা (Principles)

১. অংশগ্রহণ
২. স্বচ্ছতা
৩. জবাবদিহিতা
৪. প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধীদের অংশীদারীত্ব
৫. শিশু বান্ধব পরিবেশ।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- স্বাবলম্বী গ্রাম উন্নয়নে সুবিধা বঞ্চিত নারী -পুরুষদের ক্ষমতায়িতকরণ ও টেকসই জন সংগঠন তৈরী
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্থানীয় পর্যায়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং কার্যকরী জনঅংশগ্রহনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগণের ছেলে মেয়েদের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা।
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রকার জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা।
- স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য সিবিও গঠনের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা।
- শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক অংশগ্রহন ও তাদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বীতা অর্জনে আয়-উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দুর্গম চর এলাকায় স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়নে সহযোগিতা করা।
- জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষাকারী সম্পদের ধ্বংস রোধে পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহন এবং নির্মল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গণ-আন্দোলনকে বেগবান করা।
- জনগণকে স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগমুক্ত সমাজ গঠন, সবার জন্য স্যানিটেশন ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা, ধুমপান ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করা।

- দূর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতিহ্রাসে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগণকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করা।

প্রধান কর্মসূচী (Major Programs)

১. শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন;

- শিক্ষাঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সহায়তা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি।
- টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
- বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- ধুমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন এবং মাদকাসক্তি ও পুণর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা।
- প্রশিক্ষণ।

২. জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন;

- স্বাবলম্বী কৃষি
- আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
- হস্তশিল্প
- সম্পদ হস্তান্তর
- ভ্যালু চেইন

৩. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন;

- জেন্ডার ও উন্নয়ন
- সুশাসন
- নারী অধিকার
- শিশু অধিকার
- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৪. সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন;

- সচেতনতা বৃদ্ধি
- জনসংগঠন তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং।
- সামাজিক নিরীক্ষা ও এ্যাডভোকেসী।

৫. স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- পানি ও পয়:নিস্কাশন
- স্বাস্থ্য ও সেবার মানবৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী।

৬. দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা;

- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও সেবা প্রদান
- দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি
- শিশুদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা
- ত্রাণ ও পূণবার্সন

কর্ম এলাকা (Working Area)

প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নীতি নির্ধারণী বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত এলাকাগুলোতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

জেলা	থানা/উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম সংখ্যা
গাইবান্ধা	সাঘাটা	পদুমশহর, ভরতখালী, সাঘাটা, মুক্তিনগর, কচুয়া, ঘুড়িদহ, হলদিয়া, জুমারবাড়ী, কামালেরপাড়া, বোনারপাড়া	১০৫ টি
	ফুলছড়ি	গজারিয়া, ফুলছড়ি, ফজলুপুর, এরেন্ডাবাড়ি, কঞ্চিপাড়া, উদাখালী, উড়িয়া	৭০ টি
	গাইবান্ধা সদর	বোয়ালি, বাদিয়াখালী, কুপতলা, সাহাপাড়া	৫ টি
	গোবিন্দগঞ্জ	মহিমাগঞ্জ, গুমানিগঞ্জ, কাঁটাবাড়ি, শালমারা, তালুককানুপুর	৫ টি
	পলাশবাড়ি	হরিনাথপুর, মহদীপুর	২ টি
ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	মোহাম্মদপুর	১ টি ওয়ার্ড
মোট= ২টি	**৬ টি**	**২৯টি**	**১৮৮টি**

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী (Target people)

উত্তরবঙ্গের নদী ঐতিহ্যবাহী জনপদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সিংহভাগ জনগণই দরিদ্র ও দূর্দশাগ্রস্থ হলেও এদের মধ্যে চরম দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, সমাজবঞ্চিত বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন পরিবার, সুযোগ ও অধিকার বঞ্চিত, নিরক্ষর, অদক্ষ্য, কম আয় উপার্জনের অধিকারী, সামাজিক বৈষম্যের শিকার, বিশেষত নারী ও শিশু এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগকবলিত জনগণই উদয়ন-এর নিয়মিত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী। এছাড়াও সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণও উদয়ন-এর উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত।

উপজেলা	উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা		মোট
	নারী	পুরুষ	
সাঘাটা	১৪৫০০	৩৭৫০	১৮২৫০
ফুলছড়ি	১০৫০	৬৪০	১৬৯০
গাইবান্ধা সদর	৪৫০	৪৫০	৯০০
গোবিন্দগঞ্জ	৩৫০	৩৫০	৭০০
পলাশবাড়ি	৩২০	৩২০	৬৪০
মোট	১৬৬৭০	৫৫১০	২২১৮০

গুণগত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রুতিশ্রুতিবদ্ধ। গাইবান্ধা জেলার মধ্যে সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান যেমন পিছিয়ে ছিল তেমনি এখানে অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুদের মানসম্মত লেখাপড়ার সুযোগ খুবই কম ছিল। এলাকার জনগোষ্ঠীর বিশাল একটা অংশকে মানসম্মত শিক্ষা ও সুবিধা বঞ্চিত রেখে কোনভাবেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শিক্ষার গতি ও এর গুনগত মানকে উন্নত করতে কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া, সুযোগ বঞ্চিত ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করার কাজ করে আসছে। এরই ধারবাহিকতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, চরাঞ্চলে উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এবং যেসব ঘনবসতি এলাকা গুলোতে স্কুল নেই সেসব এলাকাগুলোতে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করার কাজ করে আসছে। এছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মাধ্যমে অধিপরামর্শ কার্যক্রম, খেলতে খেলতে শেখা বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো পোঁছে দিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সুদীর্ঘ ৪৫ বছরের যাত্রায় যে সমস্ত বিদ্যালয় পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠা করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষাবর্ষ শুরু	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	কোর্স সমাপনী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	কোর্স সেশন
০১	খেলি-পড়ি বিদ্যালয়	৪১ টি	১৯৮৭-২০০৩	৩১১৪ জন	২৯৮৯ জন	৩ বছর
০২	মক্তব	১০ টি	১৯৮৭-১৯৯৮	৫৭১৮ জন	৪৯১৭ জন	১ বছর
০৩	বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১২ টি	১৯৮৭-১৯৯১	১৫৬৮ জন	১৪৫৮ জন	১ বছর
০৪	উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	১ টি	১৯৯১-চলমান	১৪৬৮ জন	৮৫০ জন	৫ বছর
০৫	এন.এফ.পি.ই স্কুল	১৫ টি	১৯৯২-২০০৪	১৩৫০ জন	৮৮৫ জন	৩ বছর
০৬	উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ	১ টি	১৯৯৬-চলমান	২৪৩৭ জন	১৫৩৭ জন	২ বছর (ইন্টারমিডিয়েট), ৩ বছর (পাশ)
০৭	মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১ টি	১৯৯৯-২০০৩	১৭২৩ জন	১৬৩৭ জন	৫ বছর
০৮	কমিউনিটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭ টি	২০০১-২০০৫	৯২৩ জন	৮৬২ জন	৫ বছর
০৯	খেলিপড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮ টি	২০০২-২০০৭	৭৮০ জন	৭৫০ জন	৫ বছর
১০	প্রিপ্রাইমারী স্কুল	৪ টি	২০০৩-২০০৪	১২০ জন	১০৮ জন	১ বছর
১১	উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১ টি	২০১২-চলমান	?	১২৮ জন	৫ বছর
১২	উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট	১ টি	২০১৪-চলমান	২৬০ জন	২৫০ জন	৩/৬ মাস

*এছাড়া মহিষনাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুটিমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুখাতাইড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নীলকুঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ফুলছড়ি পথের আলো শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ: উক্ত কর্মসূচীর আওতায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দেশী এবং বিদেশী দাতা সংস্থাদের সহযোগিতায় যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

Sl. No.	Project Title	Funded by	Duration of the Project
01	Literacy Campaign Program	EDG	1987-1989
02	Non-Formal Primary Education Program	BRAC	1991-2009
03	Khelipori Non-Formal Primary Education Program	UST/TDH	1998-2003
04	Develop Deprived Children through Education	UST/TDH	2002-2004
05	Quality Primary Education for Children from Extreme Poor Households on Remote River Island in North West Bangladesh	NETZ Bangladesh/European Commission	2007-2012
06	Quality Primary Education for Children from Extreme poor households in Bangladesh	NETZ German/BMZ	2008-2012
07	Secondary School Operation for Extreme Poor Households on Remote River Island	Steps Towards Development (STD)	2009-2011
08	Early Childhood Education through Schooling and Community Development	Campaign for Popular Education (CAMPE)	2010-2012
09	Elimination of Child Labor through Cultural and Social Awareness	Ministry of Education, People's Republic of Bangladesh	2004-2005
10	PRATTASHA Project	CAMPE	2012-2013
11	Promoting Infolady for building Inclusive Information and Knowledge System	Dnet/Manusher Jonno Foundation	2007-2013
12	Community Education Watch Group	CAMPE	2016-2018
13	Learning and earning	ICT Ministry, Govt of Bangladesh	2015-2018

কর্মী প্রশিক্ষণ: গুণগত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দাতা সংস্থাদের সহযোগিতায় ও নিজস্ব অর্থায়নে কর্মীদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থায় নিয়ুক্ত কর্মীবৃন্দ উক্ত কর্মসূচীর আওতায় যে সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	পল্লী তথ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	Tokai Natto Sangstha	ঢাকা	১ দিন	৪ জন
০২	মানব সম্পদ উন্নয়ন	VERK	সাভার, ঢাকা	১ দিন	১ জন
০৩	রিফ্রেশার্স ট্রেনিং	BRAC	রংপুর	৬ দিন	১ জন
০৪	সিআরসি ট্রেনিং	Come to Work	সৈয়দপুর	৩ দিন	১ জন
০৫	দারিদ্র্য দূরীকরণে জনগণকে ক্ষমতায়িতকরণ	D.net	ঢাকা	১৪ দিন	৫ জন
০৬	প্রতিবন্ধীদের সামাজিক যোগাযোগ	CDD	ঢাকা	১৩ দিন	১ জন
০৭	মডিউল প্রস্তুত করা	NETZ Bangladesh	গাইবান্ধা	৩ দিন	৩ জন
০৮	অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপরে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ	NETZ Bangladesh	গাইবান্ধা	৪ দিন	৩ জন
০৯	রিফ্রেশার্স ট্রেনিং	BRAC	রংপুর	৬ দিন	১ জন
১০	প্রতিবন্ধীদের সামাজিক যোগাযোগ	CDD	ঢাকা	৯০ দিন	১ জন
১১	প্রজেক্ট ডিজাইন	CDD	ঢাকা	৫ দিন	১ জন
১২	প্রকল্প পরিকল্পনা কর্মশালা	VERK	ঢাকা	১ দিন	২ জন
১৩	প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ	VERK	ঢাকা	৫ দিন	১ জন
১৪	অপারেশন রিসার্চ অরিয়েন্টেড প্রশিক্ষণ	VERK	ঢাকা	৫ দিন	১ জন
১৫	যোগাযোগ ও সহায়তাকরণে দক্ষতা উন্নয়ন	CAMPE	ঢাকা	৩ দিন	২ জন
১৬	আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার	CDD	ঢাকা	১২ দিন	১ জন
১৭	ফেসিলেটেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং	NETZ Bangladesh	গাইবান্ধা	৩ দিন	২৩ জন
১৮	প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করণ	ADAB	গাইবান্ধা	৩ দিন	১ জন
১৯	অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা	ADAB	লালমনিরহাট	৩ দিন	১ জন
২০	প্রতিবেদন লেখার কলাকৌশল	ADAB	দিনাজপুর	২ দিন	১ জন
২১	যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি	ADAB	গাইবান্ধা	৩ দিন	২ জন
২২	প্রজেক্ট রিসাইকেল ম্যানেজমেন্ট	ADAB	দিনাজপুর	৩ দিন	১ জন
২৩	শিশু শ্রম নিরসনে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ	INCIDIN Bangladesh	ঢাকা	৪ দিন	১ জন
২৪	প্রকল্পের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা	MCC Bangladesh	বগুড়া	২ দিন	৩ জন
২৫	প্রকল্প পরিচিতি ও কর্মী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	USS	গাইবান্ধা	৪ দিন	১২ জন
২৬	প্রজেক্ট ডিজাইন ও ম্যানেজমেন্ট	Bandhab/CISU	গাইবান্ধা	৪ দিন	১ জন
২৭	খেলতে খেলতে শেখা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	IID	গাইবান্ধা	২ দিন	৪৬০জন

সদস্যদের প্রশিক্ষণ: কর্মী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সদস্যদেরও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণে প্রদান করে থাকে। সুদীর্ঘ যাত্রায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা গুণগত শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে যেসব প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তা নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	২৫ জন
০২	শিক্ষকদের ক্লাস উত্তীর্ণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৪ দিন	৪০ জন
০৩	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ধারণা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১ টি	১ দিন	৩৫ জন
০৪	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১৮ টি	৩/৬ মাস	২৫০ জন
০৫	বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ	২ টি	৩০ দিন	৪ জন
০৬	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	৩ টি	৯০ দিন	৬ জন
০৭	মোবাইল মেকানিক প্রশিক্ষণ	২ টি	৯০ দিন	৪ জন
০৮	কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৪ দিন	২১ জন
০৯	পোল্ট্রি ভ্যাক্সিনেটর প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩ জন
১০	এগ্রো ফার্মিং প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩ জন
১১	নার্সারি প্রস্তুত প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩ জন
১২	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩ টি	৬ দিন	৭০ জন
১৩	কারিগরী প্রশিক্ষণ	৮ টি	৩০ দিন	১৬০ জন

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন কর্মসূচী

গাইবান্ধা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি যেখানে নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, অতিশীত, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অসময় ও আকষ্মিক বন্যায় প্লাবিত হয় ফসলের মাঠ। যার ফলে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায় পাশাপাশি খাদ্য ও কাজের সংকট দেখা দেয়। এছাড়া চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমি এক ফসলি হওয়ার কারণে বছরে প্রায় ৪-৫ মাস কৃষিজীবী পরিবার তথা কৃষি শ্রমিকদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয় অথবা অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে যেতে হয়। জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে যা বাংলাদেশের এসডিজি-১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বিতরণকৃত উপকরণের তথ্য: সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা যেসকল উপকরণ বিতরণ করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
০১	গরু বিতরণ	২৭৬ টি	২৭৬ জন
০২	ছাগল বিতরণ	২৪২ টি	২৪২ জন
০৩	হাঁস বিতরণ	৩৪১০ টি	১৫০ জন
০৪	ফলজ বৃক্ষ বিতরণ	২২৫৭০ টি	১৫০০ জন
০৫	ঔষধি গাছ বিতরণ	৯০০০ টি	১৫০০ জন
০৬	ধানের বীজ বিতরণ	১০ মণ	২১০ জন
০৭	ভার্মি কম্পোস্ট তৈরী করার জন উপকরণ বিতরণ	কেঁচো, রিং, টিন, বাঁশ, জাল, পলিথিন	৫৭ জন
০৮	সেলাই মেশিন বিতরণ	৭৭ টি	৭৭ জন
০৯	গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালন সজী বীজ বিতরণ	২৫ মণ	৫১০ জন
১০	মডেল সজী বাগান তৈরী করে দেওয়া	৬৩১ জন	৬৩১ জন
১১	গবাদিপশুর ভ্যাক্সিন প্রদান ক্যাম্প	২৮ টি	৬৫০০ জন
১২	হতদরিদ্রদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা	৬৪ টি	২৬০ জন

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ: কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দেশি ও বিদেশী দাতা সংস্থাদের সহযোগিতায় যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

Sl. No.	Project Title	Funded by	Duration of the Project
01	Revolving Loan Fund	UST	1991
02	Regenerative Agriculture (Swabolombee Krishi)	UST/UCN	1999-2003
03	Echo Agriculture	MCC Bangladesh	2000-2004
04	Elimination of Monga of Char land through Employment and Income Generation	Netz Bangladesh	2007-2009
05	Livelihood Improvement For the Extreme Poor (LIFE)	HEKS	2009-2012

কর্মী প্রশিক্ষণ: কর্মসূচী বাস্তবায়নে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার কর্মীবৃন্দ যেসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তা নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক প্রশিক্ষণ	MCC Bangladesh	বগুড়া	৩ দিন	২ জন
০২	শাক-সব্জী চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	MCC Bangladesh	সিরাজগঞ্জ	৩ দিন	৯ জন
০৩	বসতভিটায় সব্জী চাষ ও বৃক্ষরোপণ	Care Bangladesh	বগুড়া	৬ দিন	২২ জন
০৪	মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	MCC Bangladesh	সিরাজগঞ্জ	৩ দিন	৮ জন
০৫	হাঁস মুরগি পালন ও রোগ বালাই দমন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	MCC Bangladesh	সিরাজগঞ্জ	৩ দিন	৬ জন
০৬	গবাদিপশু পালন (১ম+২য় পর্ব)	MCC Bangladesh	সিরাজগঞ্জ	৬ দিন	৫ জন
০৭	পুকুরে মৎস্য চাষ	MCC Bangladesh	বগুড়া	৩ দিন	২ জন
০৮	হাঁস মুরগির খামার পদ্ধতি	MCC Bangladesh	সিরাজগঞ্জ	৩ দিন	২ জন
০৯	ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা	POPY	গাইবান্ধা	৩ দিন	২ জন

সদস্যদের প্রশিক্ষণ: উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সদস্যদের যেসব প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তার তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	বসতভিটায় সব্জী চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮৭ টি	১ দিন	৪৬৯৫ জন
০২	গবাদিপশু পালন ও যত্ন	৬ টি	১ দিন	১৫০ জন
০৩	হাঁস মুরগির রোগব্যাধি জানা ও প্রতিকার	২৭ টি	১ দিন	৬৭৫ জন
০৪	কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	২৫ জন
০৫	গবাদিপশু পালন ও রোগব্যধি	১ টি	৩ দিন	২০ জন
০৬	বসতবাড়িতে শাক সব্জীর বাগান তৈরী ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ	১ টি	৩ দিন	২০ জন
০৭	ভিলেজ মডেল ফার্ম প্রশিক্ষণ	১টি	১ দিন	৩০ জন
০৮	গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ	৪ টি	১ দিন	১২০ জন
০৯	দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ	১২ টি	৬ দিন	৩৫০ জন
১০	হ্যান্ডিক্রাফ্ট ট্রেনিং	১ টি	৬ দিন	৩০ জন
১১	পোশাক তৈরী ও কাটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬ টি	৩০ দিন	৫০ জন
১২	পোল্ট্রি ভ্যাক্সিনেটর প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩ জন
১৩	এগ্রো ফার্মিং প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩ জন
১৪	বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭ টি	২ দিন	১৭৫ জন
১৫	স্বাবলম্বী কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন	১৩ টি	৩ দিন	৩২০ জন
১৬	জৈব নিবিড় সব্জী বাগান প্রস্তুত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ টি	১ দিন	১০৩৭ জন
১৭	মৌসুমী বীজ বপন ও নার্সারী তৈরী প্রশিক্ষণ	০২ টি	৩ দিন	২৭ জন
১৮	মৎস্য চাষ প্রযুক্তি	১৩ টি	১ দিন	৩২০

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

জেন্ডার সমতা ও নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচী

বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছর বয়সের হিসেবটা মাথায় নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এখনও নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান সেভাবে বিকশিত হয়নি। এখনও নারী সমাজ পুরোপুরি বৈষম্যমুক্ত হয়নি, এখনও নারীর অগ্রযাত্রার পথে রয়েছে অজস্র প্রতিবন্ধকতা। প্রতিনিয়ত তাকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবেলা করে সমাজে টিকে থাকতে হচ্ছে। বাংলাদেশের নারীর সমান অধিকারের অন্যতম প্রধান বাঁধা অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। আমাদের সমাজে এখনও পুরুষের প্রাধান্য প্রকট। কন্যাসন্তান জন্ম এখনও সিংহভাগ পরিবারে কাছে কাংখিত নয়। জন্মপূর্বকাল থেকেই নারীদের উপেক্ষিত হওয়া শুরু হয়, যা চলতে থাকে মৃত্যু অবধি। চার দেয়ালের বাইরে নারীর স্বাধীন চলাফেরা ও কাজ সমাজ এখনও পছন্দ করে না। সমাজ নারীকে মজুরিবিহীন গার্হস্থ্য শ্রমেই ব্যস্ত দেখতে ও রাখতে চায়। এসবের নিরীখে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নারী পুরুষের সমতা বিধানে জেন্ডার ইস্যুকে ক্রসকাটিং ইস্যু হিসাবে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করে আসছে। জনসংগঠন (গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, নারী কণ্ঠ ফেডারেশন, নারী উদ্যোক্তা দল, সুফিয়া কামাল ফেলো, গণকেন্দ্র) তৈরী , সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য হ্রাস তথা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ভুমিকা রাখছে। এসকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য স্বনির্ভরশীল দল গঠনের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন তৈরী ও তাদের বিকাশের মাধ্যমে সমাজে জেন্ডার সমতা অর্জন করা।

নারী সংগঠন: জেন্ডার সমতা অর্জন ও নারীদের ক্ষমতায়িত করণের উদ্দেশ্যে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার এই সুদীর্ঘ পথযাত্রায় নারীদের অংশগ্রহণে নিম্নোক্ত সংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠা করে;

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
০১	গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ	৬ টি	৯৭৫১ জন
০২	সুফিয়া কামাল ফেলো	৪ টি	১০৫০ জন
০৩	নারী কণ্ঠ ফেডারেশন	৯ টি	৫৭৫০ জন
০৪	নারী উদ্যোক্তা দল	৯ টি	২৮৫০ জন
০৫	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	৬ টি	৩৮০ জন
০৬	মহিলা গণকেন্দ্র	৩ টি	৭৫০ জন
০৭	কিশোর কিশোরী ক্লাব	১৮ টি	৯০০ জন

ইউনিয়ন ফেডারেশন নির্বাচন: সংস্থাটি নারীদের অংশগ্রহণে যেসব দল বা সমিতি গঠন করছিল তাদের রাজনীতিতে অংশহগ্রহণ বৃদ্ধি এবং ভোটার এডুকেশন প্রদান করতে সদস্যদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃহৎ ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময় নির্বাচনের আয়োজন করে। উদয়নের ৪৫ বছরের যাত্রায় নারী সদস্যদের নিয়ে যতবার এই নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	নির্বাচনের নাম	ইউনিয়ন	নির্বাচনের তারিখ	নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সংখ্যা	মোট ভোটার সংখ্যা	ভোটার উপস্থিতির হার
০১	গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ নির্বাচন	সাঘাটা	৩০/১০/২০০২	২৪ জন	১১১৭	৮৫%
		ঘুড়িদহ	৩১/১০/২০০২	২০ জন	৭১০	৮৭%
		মুক্তিনগর	৩/১১/২০০২	১৯ জন	১২৬৭	৮৩%
		কামালের পাড়া	২৭/১২/২০০৩	২১ জন	১৩৮৫	৯২%
		কচুয়া	২৮/১২/২০০৩	১৯ জন	১২৪৬	৯৪%
		পদুম শহর	১১/০১/২০০৪	২৪ জন	১১০০	৯৪%
০২	গণকেন্দ্র নির্বাচন	ভরতখালী	৩০/০১/২০২৩	১৩ জন	২৫০	৯৭%
		মুক্তিনগর	৩০/০১/২০২৩	১৪ জন	২৫০	৯৮%
		বোনারপাড়া	৩০/০১/২০২৩	১৭ জন	২৫০	৯৮%

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নারী ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা কর্মসূচীর আওতায় যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করেছে তা নিম্নরুপ;

Sl. No.	Project Title	Funded by	Duration of the Project
01	Strengthening Movement to advance women rights and Gender equality	Steps Towards Development/Netherland Embassy	2006-2007
02	We Can Campaign	GUK/European Union	2005-2007
03	Creating Union Federation towards women empowerment and enhances the process of child rights.	Governance Coalition (Danida)	2005-2008
04	Women Empowerment and Gender Equality	UST	1999-2003

কর্মী প্রশিক্ষণ: কর্মসূচীর আওতায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে কর্মীদের যেসকল প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	নারী ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	VERK	সাভার, ঢাকা	৮ দিন	২ জন
০২	জেন্ডার সমতা এবং সুশাসন	GDRC	গাইবান্ধা	৩ দিন	৩ জন
০৩	জেন্ডার সমতা ও সুশাসন	GUN	গাইবান্ধা	৩ দিন	৩ জন
০৪	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	GUN	ঢাকা	৩ দিন	২ জন
০৫	নেতৃত্বের গুণাবলী প্রকাশ	The Hunger Project	গাইবান্ধা	৪ দিন	১৫ জন
০৬	ভূমি সংস্কার ও ভূমিহীনদের সমাবেশী করণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ALRD	ঢাকা	৭ দিন	১ জন
০৭	জেন্ডার বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা তৈরী	VERK	ঢাকা	৩ দিন	১ জন
০৮	ভূমি সংস্কার, ভূমি আইন ও সমাবেশীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ALRD	ঢাকা	৫ দিন	২ জন
০৯	জেন্ডার সমতা ও নারী ক্ষমতায়ন	ADAB	দিনাজপুর	৩ দিন	১ জন
১০	ভূমি অধিকারের উপর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ	ALRD	ঢাকা	৭ দিন	১ জন
১১	শিশু শ্রম নিরসনে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ	INCIDIN Bangladesh	ঢাকা	৪ দিন	১ জন
১২	নারীর ভূমি অধিকার ও নেত্রীত্ব বিকাশ	ALRD	ঢাকা	৫ দিন	২ জন
১৩	ভূমি সুশাসন, ভূমি আইন ও ডিজিটালাইজেশন	ALRD	ঢাকা	৫ দিন	২ জন
১৪	লার্নিং কমিউনিটি অন দ্য মুভ	GUK/Care Bangladesh	গাইবান্ধা	২ দিন	৬ জন
১৫	জেন্ডার সহনশীলতা	Care B	ঢাকা	২ দিন	১ জন
১৬	জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট	VERC	ঢাকা	৩ দিন	১ জন

সদস্যদের প্রশিক্ষণ: কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সদস্যদেরও প্রশিক্ষিত করতে এপর্যন্ত যেসকল প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	দল গঠন ও দলীয় সদস্যদের নেত্রীত্বের গুণাবলী বিকাশ	৬ টি	৩ দিন	১৭৫ জন
০২	সংগঠন উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ	২ টি	৩ দিন	৫৬ জন
০৩	জেন্ডার বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	২৫ জন
০৪	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক ধারণা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১ টি	১ দিন	৩৫ জন
০৫	জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫ টি	১ দিন	৩০০ জন
০৬	সিবিওদের সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩০ জন
০৭	সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা ও বিল ভাউচার তৈরী	১ টি	১ দিন	৩০ জন
০৮	কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৪ দিন	২১ জন
০৯	সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	২১ জন
১০	ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬১ টি	১ দিন	১৫৩০ জন
১১	নারী অধিকার ও পারিবারিক আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ টি	২ দিন	১০৪ জন
১২	জি ইউ পি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬ টি	৩ দিন	১৯৮ জন
১৩	স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে জেন্ডার ও ব্যবস্থাপনা বিষয় প্রশিক্ষণ	৮ টি	৩ দিন	২০৪ জন
১৪	ইউপি সদস্যদের জন্য জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ টি	৩ দিন	৩৮ জন

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন কর্মসূচী

প্রতিটি দেশেরই সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কম-বেশি নীতিমালা তৈরী করলেও নানা সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার কারণে বেশির ভাগ নীতিমালাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারেনা, ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, দায়বদ্ধ সরকারীসেবা তথা সেবায় দরিদ্র মানুষের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়, অধিকার ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষের উন্নয়ন সম্ভব। এরই প্রেক্ষিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নাগরিক সংগঠন "লোকমোর্চা কমিটি", হেলথ ওয়াচ কমিটি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, সুফিয়া কামাল ফেলো, সামাজিক উদ্যোক্তা দল গঠন ও তাদের এ্যাডভোকেসী কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমুলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, ভেল্যুচেইন গ্রুপ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, শিশু অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে জনসংগঠনগুলো সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মাঝে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে।

প্রতিষ্ঠিত জনসংগঠনসমূহ: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত যেসকল জনসংগঠনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সেগুলো হলো;

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ: উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সুশাসন ও জনসংগঠ উন্নয়নে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

Sl. No.	Project Title	Funded by	Duration of the project
01	Strengthening Local Government	VERC/Cored-aid Netherland	2004-2006
02	Creative Responsiveness of Rural and Urban Governance for promotion and protection to women rights	GUN/Step Towards Development (STD)	2006-2007
03	Democratic Local Government Project	SAP Bangladesh	2007
04	Voter & Civic Education and Election Observation of 9th Parliament	Wave Foundation	2007-2008
05	Hello MP and Policy Advocacy	Institute of Informatics and Development (IID)	2013

কর্মী প্রশিক্ষণ: উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা জনসংগঠন উন্নয়নের পাশাপাশি সংস্থায় বিভিন্ন সময় নিযুক্ত কর্মীদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত কমীরা উক্ত কর্মসূচীর আওতায় যেসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	জেন্ডার সমতা এবং সুশাসন	GDRC	গাইবান্ধা	৩ দিন	৩ জন
০২	সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা	Prip Trust	গাইবান্ধা	৫ দিন	২ জন
০৩	ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	VERK	ঢাকা	৩ দিন	১ জন
০৪	সমাজ ব্যবস্থাপনায় গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	NGO Forum	রংপুর	২ দিন	১ জন
০৫	গ্রাম উন্নয়নে অংশগ্রহণমুলক প্রশিক্ষণ	UST	গাইবান্ধা	৫ দিন	১০ জন
০৬	গ্রাম উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন	CARE International	ফিলিপাইন	১৫ দিন	১ জন
০৭	ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	VERC	ঢাকা	৫ দিন	২ জন

সদস্যদের প্রশিক্ষণ: উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্মীদের প্রশিক্ষত করার পাশাপাশি সংগঠনের সদস্যদের উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণগুলি প্রদান করেছে;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	উপজেলা লোকমোর্চা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন	১ টি	২ দিন	৩০ জন
০২	সংগঠন উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ	২ টি	৩ দিন	৫৬ জন
০৩	পানি পরিষদ সমন্বয় কমিটির সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২টি	২ দিন	২৫ জন
০৪	পানি প্রযুক্তি মেরামত প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	২৫ জন
০৫	সিবিওদের সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩০ জন
০৬	কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৪ দিন	২১ জন
০৭	সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	২১ জন
০৮	সংগঠন উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ	১৯৫	১ দিন	৪৮৯০ জন
০৯	গ্রাম উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২ টি	১ দিন	৫৬০ জন
১০	ইউপি সদস্যদের জন্য সম্পদ সমাবেশিকরণ প্রশিক্ষণ	১ টি	৩ দিন	৩২ জন
১১	ইউপি সদস্যদের অংশগ্রহণমুলক কৌশলগত পরিকল্পনা	২ টি	৩ দিন	৬৪ জন

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী

গাইবান্ধা জেলার প্রায় সিংহভাগ পরিবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা সর্ম্পকে অসচেতনতার জন্য তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের, সেবাগ্রহণকারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও অসহযোগিতার কারণে তারা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করে সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুর গুণগত স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন, স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ ও গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির দাবী আদায়ের জন্য এবং কমিউনিটির সক্ষমতা ও সামর্থ বৃদ্ধিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

হেল্‌থ ফোরামঃ দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্থানীয় হেল্‌থ ফোরাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাজ করে আসছে। ফোরামগুলি হচ্ছে;

স্বাস্থ্যসেবামুলক কার্যক্রমঃ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতরণে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নলকূপ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ, আর্সেনিক টেস্ট ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। সুদীর্ঘ এই যাত্রায় সংস্থাটি যে পরিমাণ টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন বিতরণ করেছে এবং আর্সেনিক টেস্ট ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করেছে নিম্নে সেগুলোর তথ্য তুলে ধরা হলো;

ক্রমিক নং	কার্যক্রমসমূহ		সংখ্যা
০১	টিউবওয়েল বিতরণ	নতুন টিউবওয়েল বিতরণ	৫৫২ টি
		টিউবওয়েল মেরামত	৮৮২ টি
০২	ল্যাট্রিন বিতরণ	স্যানেটারি	৬৯১১ টি
		পাকা	৫৩৩৫ টি
০৩	আর্সেনিক টেস্ট	আর্সেনিক টেস্ট নলকূপের সংখ্যা	৩৭০২ টি
		আর্সেনিক পজিটিভ নলকূপের সংখ্যা	১৮০ টি
০৪	স্বাস্থ্য ক্যাম্প	চক্ষু স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৭৪৮ টি
		ডায়াবেটিক স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৬৬৫ টি
		জেনারেল স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৯৫৬০ টি

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ: প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন দাতা সংস্থাদের সহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচীর আওতায় যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

Sl. No.	Project Title	Funded By	Duration of the project
01	Community Health Development	VHSS	1988
02	Arsenic Pre-Assessment	CARE Bangladesh	2003-2004
03	Drinking Water Security for Poor and Women	BCAS	2005-2009
04	Advocacy for poor's access to the local public health service	European Union	2010-2012
05	Provide AIDS awareness supports to the community	Caritas Bangladesh	2007

কর্মী প্রশিক্ষণ: সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীগণ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে যেসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	কুষ্ঠরোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	Leprosy Mission	গাইবান্ধা	১ দিন	৩০ জন
০২	পানি অধিকার ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	ALRD	ঢাকা	৪ দিন	২ জন
০৩	নারীর প্রজনন অধিকার ও মতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	BWHC	টাঙ্গাইল	৫ দিন	১ জন
০৪	হাইজিন প্রমোশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	NGO Forum	রংপুর	৫ দিন	২ জন
০৫	আর্সেনিক পরিচিতি ও প্রতিরোধ	Care Bangladesh	কুড়িগ্রাম	২ দিন	২ জন

সদস্যদের প্রশিক্ষণ: স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজনের পাশাপাশি উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সংগঠনের সদস্যবৃন্দ যেসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তা নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী বিষয়ক কারিগরী প্রশিক্ষণ	১ টি	১ দিন	৮ জন
০২	স্বাস্থ্য সেবা প্রশিক্ষণ	৪ টি	৩ দিন	৭৫ জন
০৩	গ্রামীণ স্যানিটেশন বিয়য়ক প্রশিক্ষণ	১ টি	২ দিন	৩ জন
০৪	স্যানিটেশন বিষয়ক কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী	৩ টি	৩ দিন	২৫ জন
০৫	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ টি	১ দিন	১০৮৫ জন
০৬	যৌন রোগ ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮ টি	১ দিন	৫৬০ জন
০৭	ডায়রিয়া রোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫ টি	১ দিন	৬৫০ জন
০৮	ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৫ টি	১ দিন	৯৮০ জন

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, শীত, অতিবৃষ্টি, এসব নানাবিধ কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দূর্যোগকে রোধ করতে না পারলেও, দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর প্রভাব বা ক্ষতির পরিমান হ্রাস করা যায়। শুধুমাত্র দূর্যোগ প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা, আগাম বার্তা পদ্ধতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দূর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয়ে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া, বন্যা ও নদীভাঙ্গনে দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম,জরুরী ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কার্যক্রমসমূহ: উদয়নের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় যেসব কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত উঁচুকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন		সংখ্যা	ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বাসন		উপকারভোগীর সংখ্যা
মাটি উঁচুকরণ ও পুকুর খনন	বসতভিটা	২৬২২ টি	ত্রাণ বিতরণ	খাদ্যসামগ্রী	৩২২৫০ জন
	স্কুল	১১ টি		শীতকালীন বস্ত্র	১২৫৭২ জন
	কলেজ	৩ টি		ঈদ উপহার	১৭০০০ জন
	মাদ্রাসা	৫ টি	পুনর্বাসন	ঘর মেরামত	১২৬২ জন
	কবরস্থান	৫ টি		ভ্যান প্রদান	৬৪ জন
	মসজিদ	১৭ টি		কারিগরি প্রশিক্ষণ	৬৪০ জন
	পুকুর	৫ টি		গবাদিপশু প্রদান	১২৮ জন
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন	স্কুল	১১ টি	দূর্যোগকালীন উদ্ধার	১৬৩৯১ জন	
	কলেজ	৩ টি	এছাড়াও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দূর্যোগ পরবর্তী দূর্যোগ কবলিত এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে।		
	মাদ্রাসা	৩ টি			
	বাজার	১ টি			
	আশ্রয়কেন্দ্র	১৬ টি			

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমমূহ: দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিভিন্ন দাতা সংস্থাদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

Sl. No.	Project Title	Funded by	Duration of the Project
01	Livelihood Rehabilitation for Disaster affected house hold project	Department For International Development (DFID)	1999-2000
02	Food For All	OXFAM GB	2011-2012
03	Flood Proofing Project	Care Bangladesh	2000-2004
04	Embedding Food Security through Climate Resilient Sustainable Livelihood	OXFAM Novib	2014-2016
05	Views From the Front-line Project	GNDR/PDAB	2019-2020

কর্মী প্রশিক্ষণ: দূর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা তার কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলেন। এ পর্যন্ত উদয়নে বিভিন্ন সময়ে নিয়োজিত কর্মীগণ দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় যেসকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণের স্থান	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	দুর্যোগে শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা (পর্ব-১)	Save the Children, Australia	উদয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষ, গাইবান্ধা	১ দিন	৪ জন
০২	দুর্যোগে শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা (পর্ব-২)	Save the Children, Australia	ধানমন্ডি, ঢাকা	১ দিন	২০ জন
০৩	দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা	Save the Children, Australia	ঢাকা	৩ দিন	২ জন
০৪	দুর্যোগে শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা (পর্ব-৩)	USS	গাইবান্ধা	১ দিন	২০ জন
০৫	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও পরিবেশ রক্ষা	Prip Trust	কুড়িগ্রাম	৫ দিন	২ জন
০৬	খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন	ALRD	ঢাকা	৪ দিন	১ জন
০৭	দুর্যোগে তরুণদের ফটোগ্রাফি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	GUK	গাইবান্ধা	৩ দিন	২ জন
০৮	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা ও জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স	SKS	গাইবান্ধা	৬ দিন	১ জন
০৯	বন্যা প্রস্তুতি, হ্রাস ও প্রতিরোধ	Care Bangladesh	ভারত	৪ দিন	১ জন
১০	বন্যা প্রস্তুতিতে কমিউনিটির অংশগ্রহণমুলক কৌশল	Care Bangladesh	ফিলিপাইন	৭ দিন	২ জন

সদস্যদের প্রশিক্ষণ: দূর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস ও ক্ষতি কমানোর জন্য উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি সদস্যদেরও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তুলেছেন। কর্মসূচীর আওতায় সদস্যরা যেসকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তার তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	দূর্যোগকালীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা	৩৫ টি	১ দিন	৯৫২ জন
০২	দূর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দূর্যোগকালীন প্রস্তুতি ও দূর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি	৩০ টি	১ দিন	৭৫০ জন
০৩	দূর্যোগে শিশুদের মনোসামাজিক সুরক্ষা	৬ টি	৩ দিন	৩ জন
০৪	দূর্যোগে গর্ভবতী মাদের যত্ন	৩০ টি	১ দিন	৭৫০ জন
০৫	দূর্যোগকালীন আপদ চিহ্নিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ টি	৩ দিন	১৫০ জন
০৬	সামাজিক ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৫ টি	১ দিন	১৫০ জন

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু স্থিরচিত্র

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

মোঃ আব্দুল আজিজ মন্ডল
সহ-সভাপতি

এম. মনসুর রহমান
সভাপতি

মোছাঃ আক্তারুন নেছা
কোষাধ্যক্ষ

মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল
সম্পাদক/ সদস্য সচিব

মোস্তফা আবু বক্কর সিদ্দিক আলম
সদস্য

মোছাঃ অমিছা বেওয়া
সদস্য

মোছাঃ সুলতানা শামীমারা বেগম
সদস্য

চলমান প্রকল্পসমূহ

বর্তমানে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা, বিদেশী দাতা সংস্থা ও নিজস্ব অর্থায়নে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলোর তথ্য নিম্নরুপ;

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	দাতা সংস্থার নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	সময়কাল
০১	ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সুরক্ষা ও জীবিকায়ন শক্তিশালীকরণ	MCC Bangladesh	ঘুড়িদহ ইউনিয়ন	৩৬০ জন	২০২১-২০২৫
০২	গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িত করণ	Bandhab/CISU	ভরতখালী, মুক্তিনগর, বোনারপাড়া	৭৫০ জন	২০২১-২০২৪
০৩	খামার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতি দরিদ্রদের উন্নয়ন	Call for Humanity	সাঘাটা, মুক্তিনগর	৫০ জন	২০২১-২০২৫
০৪	শিশুদের প্রাথমিক ভাষা ও গাণিতিক মুল্যায়ন	IID	সাঘাটা, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর, পলাশবাড়ি, গোবিন্দগঞ্জ	১৮০০ জন	২০২১-২০২৪
০৫	বহুস্তরীয় প্রমাণ-ভিত্তিক এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা অর্জন	IID, Dhaka	মুক্তিনগর	২৬০ জন	২০২২-২০২৬
০৬	শিশুর চোখে খেলা ও শেখা	IID	ভরতখালী, সাঘাটা, মুক্তিনগর, বোনারপাড়া, পদুমশহর, জুমারবাড়ি	৪৬০ জন	২০২২-২০২৪
০৭	উদয়ন ক্রাফ্টস	Core Fund	মুক্তিনগর, সাঘাটা, ভরতখালী, বোনারপাড়া, ঘুড়িদহ	৩৫০ জন	২০০৫-চলমান
০৮	উদয়ন ফিস ফার্ম	Core Fund	মুক্তিনগর	৫০ জন	২০০২-চলমান
০৯	উদয়ন মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র	Core Fund	গাইবান্ধা সদর	৬৫ জন	২০১৯-চলমান
১০	মিউচুয়াল ট্রাস্ট এজেন্ট ব্যাংকিং	MTB/Core Fund	মুক্তিনগর	২৫০ জন	২০১৬-চলমান

এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

সংস্থার নাম	ঃ	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (টঝঝ)
যোগাযোগের ঠিকানা	ঃ	গ্রাম: পুটিমারী, ডাকঘর: খামার ধনারুহা উপজেলা: সাঘাটা, জেলা: গাইবান্ধা-৫৭৬১
মোবাইল নং	ঃ	০১৭১১-৪১৩৭৬৫ অথবা ০১৭১৩-৪৮৪৬৬৯
ইমেইল	ঃ	uss.gaibandha@gmail.com
ফেসবুক	ঃ	www.facebook.com/uss.psg
ওয়েব ঠিকানা	ঃ	www.udayanbd.org/www.ussbd.org
সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	১৮ মে ১৯৭৯
আইনগত বৈধতা	ঃ	সমাজ সেবা অধিদপ্তর ২৬৩/১৯৮১ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫৬৬/১৯৯১
সংস্থার ধরণ	ঃ	স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী ও অলাভজনক বেসরকারী সংস্থা
সংস্থার নির্বাহী প্রধান	ঃ	মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল নির্বাহী পরিচালক
সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম এলাকা	ঃ	গাইবান্ধা

প্রধান কর্মসূচীসমুহ

১। শিক্ষা, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন
২। জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন
৩। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
৪। সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন
৫। স্বাস্থ্য উন্নয়ন
৬। দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

মোট দল ও সদস্য সংখ্যা ঃ মোট দল- ৭৬১ টি
মোট সদস্য- ৯০৫৭জন ,

বর্তমান কর্মী সংখ্যা:

কর্মীর ধরণ	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত	১৪	১২	২৬
সেচ্ছাসেবী	১০০	৫২	১৫২
মোট	**১১৪**	**৬৪**	**১৭৮**

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা